রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, সেপ্টেম্বর ১০, ১৯৯৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়
শাখা—১০
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ই মার্চ ১৯৯৫ইং।
৩০শে ফাল্গুন ১৪০০ বাং।

এস, আর, ও নং ৩৪-আইন-৯৫/শ্রা-১০/রায়-৪/৯৫—Industrial Relations Ordinance, 1969 (XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার, শ্রম আদালত, রাজশাহী এর নিম্ন বর্ণিত মামলা সমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রকাশ করিল, যথা:

ক্রমিক নং	মামলার নাম	মামলার নং
১।	আই, আর, ও, মামলা নং	৩৯/৯৪
২।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং	৩/৯২
৩।	পি, ডাব্লিউ, মামলা নং	৫/৯২
৪।	আই, আর, ও, মামলা নং	২৯/৯৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোল্লা গোলাম সারওয়ার
উপ-সচিব (শ্রম)।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,

মহিষবাথান, রাজশাহী।

আই, আর, ও, মামলা নং-৩৯/৯৪

দরখাস্তকারী : বনাম প্রতিপক্ষ :

মোঃ ওবায়দুর রহমান,
ইক্ষু পাহারাদার, ইক্ষু বিভাগ,
পঞ্চগড় সুগার মিলস।

মহা-ব্যবস্থাপক,
পঞ্চগড় সুগার মিলস লিঃ

উপস্থিত :-জনাব মোঃ আবদুর রশিদ, চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধি :-১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

আদেশ নং-৫ তারিখ-২৮-১-৯৫

অদ্য মামলাটি জবাব দাখিলের জন্য ধার্য আছে। প্রতিপক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মামলায় হাজিরা দাখিল করেন। বাদী নিজেই দরখাস্ত দাখিল করিয়া নিবেদন করেন যে মামলা চালাইতে ইচ্ছুক নহে বিধায় মামলা উঠাইয়া নিবার জন্য বলেন। অদ্য মালিক পক্ষের সদস্য জনাব এ, এইচ, এম, সফিকুর রহমান এবং শ্রমিক পক্ষের সদস্য জনাব কামরুল হাসান দ্বারা কোর্ট গঠিত হইল। শুনিলাম। আবেদন মঞ্জুর।

আদেশ হইল যে

দরখাস্তকারীকে মোকদ্দমা উঠাইয়া নিতে অনুমতি দেওয়া হইল।

অনুলিপিকারক : জা, নেগা।
২৮-১-৯৫ইং

স্বাঃ মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারক :

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঁঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,

নহিষবাথান, রাজশাহী।

পি, ডাব্লিউ, মামলা নং ৩/৯২

দরখাস্তকারী :- মোঃ আঃ খালেক, ড্রাইভার, ঢাকা মেট্রো নং-৭৫৭৬, পিতামৃত মাদার সেখ, সাং শিরোইল (হরিচাম), রাজশাহী।

বনাম

প্রতিপক্ষ : ১। মোঃ আবদুস সালাম, পিতামৃত হাজী আবদুস সামাদ, তত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ হার্ডওয়ার, মালোপাড়া, রাজশাহী।

২। মোসাঃ শাবনাজ বেগম, পিতামৃত হাজী আবদুস সামাদ, সাং শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আব্দুর রশিদ, চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারীর পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

এটা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার একটি মোকদ্দমা। দরখাস্তকারী মূল আরজিতে শুধু জনৈক শাবনাজ বেগমকে প্রতিপক্ষ করিয়া তাহাকে তাহার ট্রাকে ড্রাইভার নিয়োগকারী ও দরখাস্তকারী অভিহিত করিয়া তাহার নিকট প্রাপ্য টাকা দাবী করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরবর্তীতে তিনি ২৫-৭-৯২ ইং তারিখে সংশোধন করেন। উহা দ্বারা তিনি জনৈক আবদুস সালামকে ১ নং প্রতিপক্ষ করেন এবং মূল প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমকে ২ নং প্রতিপক্ষ করেন। দরখাস্তকারী সংশোধনীর দরখাস্ত দ্বারা মূল আরজির ১ নং প্যারা কর্তন করার আবেদন করেন এবং তদস্থলে নতুন ১ নং প্যারা প্রতিস্থাপিত করেন। আরজি সংশোধনীর দরখাস্তটি আরজির একাংশ করা হইয়াছে।

সংশোধিত আরজি মতে দরখাস্তকারীর কেস নিম্নরূপ : দরখাস্তকারী একজন ট্রাক চালক হইতেছেন। তিনি ১-১-৮১ ইং তারিখে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার, সাহেব বাজার, রাজশাহী এর মালিক মৃত হাজী আবদুস সামাদ কর্তৃক তাহার পরিচালনাধীন ঢাকা-ন-৩৬৩৬ নং ট্রাকের চালক হিসাবে চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী মৌখিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং উক্ত ট্রাকে ইং ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত চালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে হাজী আবদুস সামাদের তত্বাবধানে তাহার কন্যা ২ নং প্রতিপক্ষ মোসাঃ শাবনাজ বেগম, পিতা মৃত হাজী আবদুস সামাদ, সাং শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী কর্তৃক ঢাকা মেট্রো-ন-৭৫৭৬ নং ট্রাকে ১৯৮৬ সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে মৌখিকভাবে চালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দরখাস্তকারী উক্তরূপে "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার" প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ মালিক ও তত্বাবধায়ক মৃত হাজী আবদুস সামাদ ও পরবর্তীতে তাহারই তত্বাবধানে তদীয় কন্যা ২ নং প্রতিপক্ষের নামে খরিদকৃত ট্রাকের চালক হিসাবে হাজী

আব্দুস সামাদের মৃত্যুতে তাহার পুত্র ১ নং প্রতিপক্ষের মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাহারই তত্ত্বাবধানে প্রতিপক্ষের আদেশ নির্দেশ মত দক্ষতা ও সুনামের সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। উল্লেখ্য দরখাস্তকারীর ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-৪১/৭০। দরখাস্তকারী রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য। তাহার সদস্য কার্ড নং-৬৭৭।

দরখাস্তকারী সুদীর্ঘকাল চাকুরীতে নিয়োজিত থাকার পর কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন নিয়োগপত্র প্রদান করেন নাই। গত ১লা ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখ হইতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন আহুত মটর যানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দাবীর প্রেক্ষিতে সারাদেশে আন্দোলন শুরু হয়। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগ-পত্র দাবী করেন। প্রতিপক্ষ ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া ১-১-৯২ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন, যাহা বেআইনী।

দরখাস্তকারী উপরোল্লিখিত গাড়ীতে মাসিক ১১২৫.০০ টাকা বেতন পাইতেন। বেআইনীভাবে চাকুরী হইতে অব্যাহতির কারনে দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষের নিকট হইতে গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, নোটিশ পে পাইতে হকদার হইতেছেন। দরখাস্তকারী প্রতি-পক্ষের নিকট আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও প্রতিপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে ৯-১-৯২ তারিখে রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি ও সাধারন সম্পাদকের সহযোগিতা পাইবার জন্য দরখাস্তকারী প্রার্থনা করেন কিন্তু তৎসত্ত্বেও মালিক পক্ষ কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমা করেন।

দরখাস্তকারী ১১ বৎসর চাকুরীর বাবদ ২২ মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ গ্রাচুয়িটি হিসাবে ২৪৭৫০.০০ টাকা, ৪ মাসের নোটিশ পে ৪৫০০.০০ টাকা ও ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের বেতন ১১২৫.০০ টাকা সর্বমোট ৩০৩৭৫.০০ টাকা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে দাবী করেন তাহার মৌখিক বরখাস্ত আদেশকে টারমিনেশন হিসাবে গণ্য করিয়া।

১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ একটি যৌথ লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন। তাহাদের মোকদ্দমা এই যে অত্র আদালতে ও উল্লিখিত আইন মোতাবেক অত্র মোকদ্দমা সম্পূর্ণ অচল। ১ নং প্রতিপক্ষ অত্র মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন কেননা তিনি সংশ্লিষ্ট গাড়ীর মালিক নহেন বা অংশীদার নহেন। ১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত আরজির বিবরণ অসত্য, বানোয়াট, বিকৃত ও প্রতিপক্ষগণ কর্তৃক অস্বীকৃত। আরজির ২ নং অনুচ্ছেদে দাবী অযৌক্তিক, কল্পিত ও ভিত্তিহীন। যে আইনের আওতায় অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে তাহাতে এইসব আর্থিক সুবিধা প্রদানের কোন আইনগত বিধান নাই।

প্রতিপক্ষদ্বয়ের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, মরহুম হাজী আব্দুস সামাদ "পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর" পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হওয়ার পর "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর" এর একমাত্র মালিক ছিলেন। তাহার কয়েকটি ট্রাক ছিল এবং তাহার আমলে প্রত্যেক ড্রাইভার মৌখিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ট্রাক চালক হিসাবে কাজ করিত এবং নিয়মিত মজুরী পাইত। তাহার আমলে ৬৭২, ১৮০৭, ৩৯৮৬ ও ৩৬৩৬ নং ট্রাকগুলি অনেক আগেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে ৭৫৭৬ নং গাড়ীটি ক্রয়সূত্রে (তাং ২৩-১০-৮৬) ২ নং প্রতিপক্ষ মালিক হন। দরখাস্তকারী কর্তৃক ১-১-৮১ সালে উক্ত গাড়ীতে ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হওয়ার কাহিনী সর্বৈব মিথ্যা কেননা উক্ত তারিখে বা তাহার পূর্বে ২ নং প্রতিপক্ষ গাড়ীর মালিক হন নাই। উপরোল্লিখিত গাড়ীগুলির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ড্রাইভার যথা (১) জাহেদুর, (২) ইসলাম, (৩) শাহ জালাল,

(৪) আলী হোসেন, (৫) আসলাম, (৬) দুলাল, (৭) আব্বাস আলী, সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে উপরুক্ত মজুরীতে ড্রাইভারের কাজ করিত। ২ নং প্রতিপক্ষ খরিদসূত্রে মালিক হইবার পর হইতেই ৭৫৭৬ নং গাড়ীতে দরখাস্তকারী সম্পূর্ণ অস্থায়ীভাবে ও মৌখিক আদেশে ড্রাইভারের কাজ করিত। তাহার মাসিক বেতন ছিল ৭০০.০০ টাকা। ইহা ছাড়া প্রতিদিন ড্রাইভার খোরাকী হিসাবে ৭০.০০ টাকা পাইতেন। এই ব্যাপারে দালিলিক প্রমাণাদি আছে। উল্লেখ্য যে ১৯৯০ সালের ১০ই মে হাজী আবদুস সামাদ সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও কন্যাগণ পৃথক হইয়া গিয়াছেন এবং বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরে ২ নং প্রতিপক্ষ কোন শরীক বা অংশীদার নহেন।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন দ্বারা আহুত মটরযানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী নিয়োগপত্র দাবী করেন। ২ নং প্রতিপক্ষ (ট্রাক মালিক) তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করায় দরখাস্তকারী উক্ত মাসের বেতন ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া তাহার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ২ নং প্রতিপক্ষের নিকট তাহার কিছুই পাওনা নাই। বাংলাদেশ হার্ডওয়ার একটি লোহা লক্কর এবং ষ্টেউটিনের দোকান। ট্রাক/গাড়ী ব্যক্তি মালিকানাধীনে চালু ছিল। উক্ত হার্ডওয়ার ষ্টোরের সহিত ট্রাক মালিকের কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক নাই।

অতএব অত্র মোকদ্দমা খায় খরচা খারিজযোগ্য।

নির্ধারণী বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে রক্ষণীয় কি না।

২। মোকদ্দমা তামাদি বারিত কি না।

৩। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে পারে কি না।

৪। দরখাস্তকারী কি প্রতিকার পাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত

১ নং নির্ধারণী বিষয়ঃ

শুনানীকালে অত্র বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু ইহাতে সর্বশুরে নাই।

ইহা দরখাস্তকারীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

২ নং নির্ধারণী বিষয়ঃ

দরখাস্তকারী ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। তিনি ২৮-৩-৯২ ইং তারিখে প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমের একার বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন এই অজুহাতে যে শাবনাজ বেগম তাহাকে ১-১-৯২ ইং তারিখে গাড়ী চালকের পদ হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন।

মূল আরজিতে দরখাস্তকারী শুধু উক্ত শাবনাজ বেগমের বিরুদ্ধে ১ মাসের বকেয়া বেতন, ৪ মসের নোটিশ পে এবং ২২ মসের "গ্র্যাচুয়িটি" দাবী করিয়া অত্র রেকদ্দমা করেন। পরবর্তীতে ২৫-৭-৯২ ইং তারিখে এক সংশোধনী দরখাস্ত দ্বারা জনৈক আবদুস সালামকে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিপক্ষ হিসাবে অনয়ন করেন। উক্ত আব্দুস সালামকে ১ নং প্রতিপক্ষ করা হয় এবং মূল প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমকে ২ নং প্রতিপক্ষ করা হয়। মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী মজুরী প্রাপ্য হওয়র ৬ মাসের মধ্যে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমের বিরুদ্ধে আইন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (২৮-৩-৯২) ইং মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ১ নং প্রতিপক্ষ আবদুস সলামকে অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ করা হইয়াছে ২৫-৭-৯২ ইং তারিখে অর্থাৎ আবদুস সালমের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে মজুরী প্রাপ্য হওয়ার ৬ মাস ২৪ দিন পরে। অর্থাৎ আইন নির্দিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে প্রতিপক্ষ আব্দুস সালামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা হয় নাই। অবশ্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দ্বিতীয় শর্তাংশে বলা হইয়াছে। "Provided further that any application may be admitted after the said period of six months when the applicant satisfies the authority that he had sufficient cause for not making the application within such period"

কিন্তু বর্তমান মোকদ্দমায় ১ নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালামকে বিলম্বে পক্ষভুক্ত করার কোন কারন দরখাস্তকারী প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুতঃ উক্ত আবদুস সালামকে পক্ষভুক্ত করার যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা খণ্ডন করার জন্য দরখাস্তকারী কোন আবেদন করেন নাই। সুতরাং ১ নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালামের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা তামাদি বারিত। তবে ২ নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা তামাদি বারিত নহে। এইভাবে অত্র নির্ধারণী বিষয় নিষ্পত্তি করা হইল।

৩ ও ৪ নং নির্ধারণী বিষয়:

দরখাস্তকারী শুধুমাত্র মোসাম্মাৎ শাবনাজ বেগম, পিতামৃত হাজী আঃ সামাদ, সাং শালবাগান, সপুরা, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ করিয়া ২৮-৩-৯২ ইং তারিখে অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে তিনি ১-১-৮১ ইং তারিখে শাবনাজ বেগম কতৃক ৭৫৭৬ নং গাড়ীতে ড্রাইভার পদে মৌখিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাহার নিকট হইতে নিয়োগপত্র দাবী করিলে শাবনাজ বেগম তাহাকে ডিসেম্বর ১৯৯১ এর বেতন না দিয়া ১-১-৯২ তারিখে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী শাবনাজ বেগমের বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের বকেয়া বেতন, গ্র্যাচুয়িটি ইত্যাদি দাবী করেন। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ২৫-৭-৯২ ইং আরজি সংশোধনের এক দরখাস্ত করেন। উক্ত দরখাস্তকে মূল আরজির একাংশ গণ্য করা হয়। উক্ত সংশোধনী দ্বারা দরখাস্তকারী জনৈক "আবদুস সালাম, পিতামৃত হাজী আবদুস সামাদ, তত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ হার্ডওয়ার, মাষ্টার পাড়া, রাজশাহী"কে ১ নং প্রতিপক্ষ হিসাবে পক্ষভুক্ত করেন এবং মূল একমাত্র প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমকে ২ নং প্রতিপক্ষ করেন। দরখাস্তকারী সংশোধনী দ্বারা মূল আরজির ১ নং প্যারা সম্পূর্ণ কাটিয়া দিয়া তদস্থলে নতুন ১ নং প্যারা প্রতিস্থাপিত করেন। প্রতিস্থাপিত ১ নং প্যারার বর্ণনা মতে দরখাস্তকারী 'বাংলাদেশ হার্ডওয়ার' এর মালিক মৃত হাজী আবদুস সামাদ কর্তৃক ১-১-৮১ ইং তারিখ তাহারই পরিচালনাধীন ঢাকা-ট-৩৬৩৬ নং ট্রাকের চালক হিসাবে মৌখিক নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং নভেম্বর, ১৯৮৬ পর্যন্ত উক্ত ট্রাকে কর্মরত ছিলেন। পরবর্তীতে হাজী আবদুস সমাদের তত্বাবধানে তাহার কন্যা নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগম কর্তৃক ঢাকা-মেট্রো-ন-৭৫৭৬ নং ট্রাকে ১৯৮৬

সালের ১লা ডিসেম্বর হইতে মৌখিকভবে চালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। দরখস্তকারী ইহতে আরও বলিয়াছেন যে, উক্তরূপে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ১১ বৎসর যাবৎ মালিক ও তত্বাবধায়ক মৃত হাজী আবদুস সামাদ ও পরবর্তীতে তাহারই তত্বাবধানে তদীয় কন্যা ২ নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমের নামে খরিদকৃত ট্রাকের চলক হিসবে হাজী আবদুস সামাদের মৃত্যান্তে তাহার পুত্র ১ নং প্রতিপক্ষ আবুস সালামের মালিকনাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তাহারই তত্বাবধানে দরখাস্তকারী তাহাদের নির্দেশ মত চকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। দরখাস্তকারী আরও বলেন যে তিনি প্রতিপক্ষগণের নিকট নিয়োগপত্র দাবী করিলে প্রতিপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া ১-১-৯২ ইং তারিখ দরখাস্তকরীকে চাকুরী হইতে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন।

প্রতিপক্ষগণের কেস এই যে ১ নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালাম অত্র মোকদ্দমায় প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন কেননা তিনি সংশ্লিষ্ট গাড়ীর মালিক বা অংশীদার নহেন। তাহার মতে মৃত হাজী আবদুস সামাদ "পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর" পরবর্তীতে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর" এর একমাত্র মালিক ছিলেন। তাহার কয়েকটি ট্রাক ছিল এবং তাহার আমলে প্রত্যেকটি ড্রাইভার অস্থায়ী ভিত্তিতে ট্রাক চালক হিসাবে কাজ করিত। তাহার আমলেই ৬৭২, ১৮০৭, ৩৯৮৬ ও ৩৬৩৬ নং ট্রাকগুলি অনেক আগেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। ৭৫৭৬ নং গাড়ীটির ক্রয়সূত্রে ২৩-১০-৮৬ ইং তারিখে ২ নং প্রতিপক্ষ মালিক হন। ১-১-৮১ ইং তারিখে বা তৎপূর্বে ২ নং প্রতিপক্ষ ১-১-৮১ ইং তারিখে বা তৎপূর্বে ২ নং প্রতিপক্ষ গাড়ীর মালিক হন নাই। ১৯৯০ সালের ১০ই মে হাজী আবদুস সামাদ সাহেবের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ও কন্যাগণ পৃথক হইয়া গিয়াছেন এবং বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের ২ নং প্রতি পক্ষ কোন অংশীদার নহেন। দরখাস্তকারী ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে নিয়োগ পত্রের দাবী করিলে ট্রাক মালিক ২ নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগম তাহা প্রদান করিতে অস্বীকার করায় দরখাস্তকারী উক্ত মাসের বেতন, ইত্যাদি' গ্রহণ করিয়া তাহার চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

এক্ষণে দেখা যাক দরখাস্তকারী ১ নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালাম তথা বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কর্মচারী ছিলেন কি না অথবা তিনি ২নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগমের ব্যক্তিগত কর্মচারী ছিলেন কি না। পূর্বেই বলা হইয়াছে দরকখাস্তকারী মূল আরজীতে একমাত্র প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগম কতৃক ৭৫৭৬ নং ট্রাকে নিয়োজিত ড্রাইভার দাবী করিয়াছিলেন কিন্তু আরজি সংশোধনীর দ্বারা তিনি পরবর্তীতে বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের প্রাক্তন ড্রাইভার বলিয়া দাবী করেন। বর্তমানে ১নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালামকে বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের তত্বধায়ক হিসাবে প্রতিপক্ষ করিয়াছেন। দরখাস্তকারী আবদুল খালেক তাহার জবানবন্দীতে বালেন হাজী আবদুস সামাদ তাহাকে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরসে ১-১-৮১ ইং তারিখে ড্রাইভার হিসাবে নিয়োগ করেন এবং তখন তিনি ঢাকা-ন-৩৬৩৬ নং গাড়ী চালাইতেন কিন্তু সংশোধনী আরজিতে তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি আঃ সামাদ কতৃক ১-১-৮১ ইং তারিখে ঢাকা-ন-৩৬৩৬ নং ট্রাকের চালক হিসাবে মৌখিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তিনি জবানবন্দীতে আরও বলেন যে ৫ বৎসর ৩৬৩৬ নং গাড়ী চালাইয়াছেন এবং পরে তাহাকে ঢাকা-মেট্রো-ন-৭৫৭৬ নং গাড়ী চালাইতে দেন এবং এই গাড়ীটার মালিক শাবনাজ বেগম। তিনি বলেন যে হাজী আবদুস সামাদের নির্দেশ মতে এই গাড়ীটা (৭৫৭৬ নং গাড়ী) চালাইতেন। হাজী আঃ সামাদের মৃত্যুর পর ১নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালাম সাহেব তত্বাবধায়ক হিসাবে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরস চালাইতেন। আঃ সালাম সাহেব তাহাকে বেতন দিতেন। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কর্তৃক ড্রাইভারদের নিয়োগ পত্রের দাবীতে আন্দোলনের সময় তিনি আঃ সালাম সাহেবের নিকট নিয়োগ পত্র দাবী করেন। আঃ সালাম সাহেব তাহাকে নিয়োগ পত্র দেন নাই অধিকন্তু তাহাকে ১-১-৯২ ইং তারিখে মৌখিক বরখাস্ত করেন। তিনি আরও বলেন যে তাহাকে ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসের বেতনও দেওয়া হয় নাই। তাহার সর্বশেষ মাসিক বেতন ছিল ১১২৫ টাকা।

তিনি আরও বলেন তাহাকে কর্মচ্যুতির পর তিনি বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ দাবী করিয়াছেন। কিন্তু তাহাকে বেতন ও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। তিনি এক মাসের বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপরণ দাবী করেন। তিনি অস্বীকার করেন যে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন গাড়ী নাই। তিনি আরও অস্বীকার করেন যে হার্ডওয়ার ষ্টোরের সাথে গাড়ীর মালিকদের কোন সম্পর্ক নাই বা ছিল না। তিনি আরও বলেন যে শাবনাজ বেগম তাহাকে কোন সময় নিয়োগ করেন নাই। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি সব দেনা পাওনা বুঝিয়া পাইয়াছেন। জেরায় তিনি বলেন যে তিনি ৭৫৭৬ নং গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন এবং তার আগে বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের অন্য একটা গাড়ী চালাইতেন। তিনি জেরায় আরও বলেন যে বু-বুকে শাবনাজ বেগমকে ৭৫৭৬ নং গাড়ীর মালিক হিসাবে উল্লেখ করা আছে। তিনি আরও বলেন যে আঃ সালাম সাহেব তাহাকে চাকুরী হইতে বাদ দিয়াছেন, শাবনাজ বেগম তাহাকে ডিসমিস করেন নাই। তিনি বলেন বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর চেউটিন, সিমেন্ট, এ্যাংগেল, রড ও পেইন্ট এর ব্যবসা করেন। এটা একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন যে হাজী আঃ সামাদ মারা যাওয়ার পর তাহার সম্পত্তি শরীকদের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়াছে বলিয়া শুনিয়াছেন। তাহাকে সাজেশন দেওয়া হয়, "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর" তিন ভাই যথা আঃ সালাম, সেলিম ও শামসুর ভাগে পড়িয়াছে। উত্তরে তিনি বলেন 'তা জানিনা'। তিনি স্বীকার করেন যে ৭৫৭৬ নং গাড়ীর মালিক ছিলেন শাবনাজ বেগম ১৯৮৬ সাল থেকে। তবে শাবনাজ বেগম কিভাবে উক্ত গাড়ীর মালিক হইয়াছেন তাহা তিনি জানেন না। তিনি স্বীকার করেন যে ৭৫৭৬ নং গাড়ী শাবনাজ বেগমের নামে ইনসিউর করা হইয়াছে এবং রুট পারমিটে ট্রাকটির মালিক শাবনাজ বেগমকে দেখানো হইয়াছে। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি শাবনাজ বেগমের অধীনে চাকুরী করিতেন এবং ডিসেম্বর (১৯৯১) মাসে নিয়োগ পত্র চাহিলে শাবনাজ বেগম উহা দিতে অস্বীকার করায় তিনি চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান।

দরখাস্তকারী পক্ষে ২ নং সাক্ষী আলী হোসেন বলেন তিনি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরে ১ নং প্রতিপক্ষ আঃ সালাম সাহেবের অধীনে ১০ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন এবং ২ বৎসর আগে চাকুরী ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি বলেন তিনি খালেকের (দরখাস্তকারী) সাথে ট্রাকের হেলপার ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে সিমেন্ট, রড, টিন ইত্যাদি পরিবহনের জন্য ট্রাক ব্যবহার করা হইত। হাজী সাহেব তাহাদের বেতন দিতেন এবং হাজী সাহেব মৃত্যুর পর সালাম সাহেব (১ নং প্রতিপক্ষ) বেতন দিতেন। তিনি আরও বলেন তিনি হাজী সাহেবের নির্দেশ মতে এবং তাহার মৃত্যুর পর সালাম সাহেবের নির্দেশ মত মালামাল আনিতেন। তিনি বলেন হার্ডওয়ার ষ্টোরে মোট ৫টা ট্রাক ছিল। আঃ খালেক বরাবর ড্রাইভার ছিল। জেরায় তিনি বলেন গাড়ীটির মালিক ছিলেন হাজী সাহেব বর্তমানে সালাম সাহেব। কিন্তু দরখাস্তকারী নিজের (১ নং সাক্ষী) তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন ৭৫৭৬ নং গাড়ীটার মালিক ছিলেন শাবনাজ বেগম। প্রতিপক্ষের পক্ষে ১ নং সাক্ষী আঃ সালাম। তিনি বলেন তাহাকে আরজী সংশোধনে মাধ্যমে প্রতিপক্ষ করা হইয়াছে। তিনি বলেন ঢাকা-মেট্রো-৭৫৭৬ নং গাড়ীটির মালিক তাহার বোন শাবনাজ বেগম (বর্তমানে ২ নং প্রতিপক্ষ)। তিনি আরও বলেন গাড়ীর বু-বুক শাবনাজ বেগমের নামে। শাবনাজ বেগম ড্রাইভার খালেকের (দরখাস্তকারী) নিয়োগকারী এবং ট্রাকটি শাবনাজ বেগমের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তিনি বলেন "পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর" (বর্তমানে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর) এর মালিক ছিলেন তাহার পিতা হাজী আঃ সামাদ। তিনি আরও বলেন হাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি রেজিষ্ট্রী দলিল মূলে শরীকা নদের মধ্যে ভাগ হইয়া গিয়াছে। বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর তাহাদের তিন ভাইয়ের ভাগে পড়িয়াছে এবং এই তিন ভাইয়ের নামে ১২-৯-৯০ ইং তারিখে একটি পার্টনারশিপ দলিল হইয়াছে (প্রদ-ক)। তিনি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের ট্রেড লাইসেন্স (ফটোকপি প্রদ-খ) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন শাবনাজ বেগম বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন শরীক নয়। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর কোন ট্রাকের ব্যবসা করে না। তিনি ৭৫৭৬ নং গাড়ীর ইনস্যুরেন্স সার্টিফিকেট প্রদর্শনী-গ প্রমাণ করেন এবং বলেন ইহা শাবনাজ বেগমের নামে। গাড়ীটির রুট

পারমিটও (প্রদ-খ) তিনি প্রমান করেন এবং রুট পারমিট শাবনাজ বেগমের নামে। তিনি বলেন দরখাস্তকারী মাঝে মাঝে গাড়ীটা চালাইতেন। ডিসেম্বর ৯১ সালে আঃ খালেক নিয়োগপত্র চাহিলে শাবনাজ বেগম নিয়োগপত্র দেন নাই। তখন খালেক তাহার পাওনাদি নিয়া চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তিনি আরও বলেন শাবনাজ বেগম অবিবাহিতা এবং সে তাহার (১নং প্রতিপক্ষ) বাড়ীতে থাকে এবং তাহাদের সাথে খায়। তিনি বলেন শাবনাজ বেগম মহিলা বিধায় তাহার পক্ষে তিনি (১ নং প্রতিপক্ষ)ট্রাকটি দেখাশুনা করতেন। তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ হার্ডওয়ার এর সাথে ট্রাকটির কোন সম্পর্ক নাই। জেরায় তিনি বলেন ১৯৯০ সালের ১০ই মে তাহার পিতা হাজী আঃ সামাদ মারা গিয়াছেন। তিনি বলেন তাহার পিতার কয়েকটি ট্রাক ছিল। ট্রাকগুলি হার্ডওয়ার ষ্টোরের মালামাল বহন করিত। মাঝে মাঝে বাহিরে ভাড়া খাটিত। তিনি বলেন তাহার পিতার মৃত্যুর পর খালেক এই ট্রাকের হিসাব তাহাকে মাঝে মাঝে দেখাইতেন এবং আরও বলেন খালেকের পাওনা কখনও তাহার কাছ থেকে নিত এবং কখনও তাহার বোন শাবনাজ বেগমের কাছে থেকে নিত। তিনি দরখাস্তকারী পক্ষের দাখিলী ঢাকা-মেট্রো-৭৫৭৬ নং গাড়ীর হিসাব খাতাটা প্রদ-১ প্রমাণ (স্বাক্ষর) করেন। তবে উহাতে ২৩-১০-৯১ হইতে ৩০-১০-৯১ এর হিসাবের পৃষ্ঠার শেষাংশে "এক হাজার দুই শত আশি টাকা বুঝিয়া পাইলাম" কথাগুলির পর যে সহি রহিয়াছে উহা তাহার হাতের না বলিয়া জানান। তাহাকে সাজেশন দেওয়া হয় "হাজী আঃ সামাদ সাহেব মারা যাওয়ার পরে এবং পার্টনারশীপ দলিলের পূর্ব পর্যন্ত হার্ডওয়ার ষ্টোরে হাজী সাহেবের সমস্ত ওয়ারিশদের স্বত্বছিল"। উত্তরে তিনি বলেন হাজী সাহেবের মৃত্যু পর একটি বাটোয়ারা দলিল হইয়াছে, তারপর পার্টনারশীপ দলিল হইয়াছে। তিনি বাটোয়ারা দলিলের সঠিক তারিখ দিতে পারেন নাই। তবে তিনি বলেন যে তাহা ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাস হইতে পারে। তিনি আরও বলেন যে তাহার অনুপস্থিতিতে তাহার কর্মচারী গফুর ও শাবনাজ বেগমের কাজকর্ম দেখাশুনা করে। তিনি অস্বীকার করেন যে হাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর তিনি হার্ডওয়ার ষ্টোর ও ট্রাকের সার্বিক তত্বাবধানে থাকিয়া দরখাস্তকারীকে বঞ্চিত করার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দিতেছেন।

প্রতিপক্ষের দাখিলী দলিল পত্র এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ও সাক্ষ্য পর্যালোচনা করা যাক। প্রতিপক্ষ একটি রেজিষ্ট্রীকৃত পার্টনারশীপ দলিল (প্রদ-ক) দাখিল করিয়াছেন। উহাতে ১ নং প্রতিপক্ষ আঃ সালাম ও তাহার অপর দুইজন ভাইসহ মোট তিনজন পার্টনার রহিয়াছেন। পার্টনারশীপ দলিলটি ১২-৯-৯০ ইং তারিখের এবং উহা বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর সম্পর্কিত। ইহা স্বীকৃত যে হাজী আঃ সামাদ বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের একক মালিক ছিলেন। সাক্ষ্যে পাওয়া গিয়াছে যে তিনি ১০-৫-৯০ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন। প্রতিপক্ষের কেস এই যে হাজী আঃ সামাদের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি তাহার ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাটোয়ারা হইয়াছে ১ নং প্রতিপক্ষ তাহার সাক্ষ্যে বলিয়াছেন যে হাজী আঃ সামাদের মৃত্যুর পর রেজিষ্টী দলিল মূলে তাহার পরিত্যক্ত সম্পত্তি শরীকগণের মধ্যে বাটোয়ারা হইয়াছে এবং বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর তাহাদের ৩ ভাইয়ের ভাগে পড়িয়াছে। দরখাস্তকারী আঃ খালেকও জেরায় একথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি জেরায় অস্বীকার করিতে পারেন নাই যে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর হাজী আঃ সামাদের ৩ পুত্র যথা আঃ সালাম, সেলিম ও শামসুর ভাগে পড়িয়াছে। পার্টনারশীপ দলিলটিতে দেখা যায় হার্ডওয়ার ষ্টোরের পার্টনার মৃত হাজী সাহেবের তিন পুত্র। ২ নং প্রতিপক্ষ শাবনাজ বেগম উক্ত বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন পার্টনার নহেন। উক্ত পার্টনারশীপ দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ham partition deed No. 8281 and serial No. 8403, মূলে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর উক্ত তিন ভাইয়ের ভাগে পড়িয়াছে। পার্টনারশীপ দলিল, ১নং প্রতিপক্ষের সাক্ষ্য এবং দরখাস্তকারীর স্বীকৃতি হইতে প্রমানিত হয় যে হাজী আঃ সামাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি তাহার ওয়ারিশ পুত্রগণের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হইয়াছে পার্টনারশীপ দলিলটির বৈধতা অস্বীকার করার মত কিছু দেখিতেছিনা। পার্টনারশীপ দলিলের বয়াননতে বাটোয়ারা দলিলটি ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে সম্পাদিত হইয়াছে। আইনতঃ পার্টিশন ডিডের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর মৃত আঃ সামাদের সকল

ওয়ারিশদের তথা শাবনাজ বেগমের স্বত্ব ছিল কিন্তু দরখাস্তকারী ১-১-৯১ ইং তারিখ পর্যন্ত যে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কর্মচারী ছিলেন তাহার কোন দালিলিক প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে আরজী মতে দেখা যাইতেছে যে দরখাস্তকারী ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ৭৫৭৬ নং ট্রাকের ড্রাইভার হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন। তিনি আরজিতে বলিয়াছেন ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসের পরে হাজী আঃ সামাদের তত্বাবধানে শাবনাজ বেগম কর্তৃক ৭৫৭৬ নং ট্রাকে মৌখিকভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তাহার এই বক্তব্য বোধগম্য নহে। দরখাস্তকারী শাবনাজ বেগম কর্তৃক ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭৫৭৬ নং গাড়ীতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া আরজীতে দাবী করেন। আরজীতে পরবর্তী বাক্যে তিনি বলিয়াছেন যে ৭৫৭৬ নং গাড়ীটি শাবনাজ বেগমের নামে খরিদ করা হইয়াছিল। দরখাস্তকারী তাহার জবানবন্দীতে বলিয়াছেন ৭৫৭৬ নং গাড়ীটির মালিক শাবনাজ বেগম। অবশ্য তিনি বলিয়াছেন যে হাজী আঃ সামাদের জীবিতকালে তাহার নির্দেশ মোতাবেক এবং হাজী আঃ সামাদের মৃত্যুর পর আঃ সালামের (১ নং প্রতিপক্ষ) আদেশ নির্দেশ মোতাবেক গাড়ী চালাইতেন এবং আঃ সালাম তাহাকে বেতন দিতেন। ৭৫৭৬ নং গাড়ীর স্বীকৃত মালিক শাবনাজ বেগম কিন্তু উক্ত গাড়ীর ড্রাইভার কিভাবে আঃ সালামের নির্দেশে গাড়ী চালাইতেন তাহা বোধগম্য নহে। দেখা যাইতেছে ৭৫৭৬ নং গাড়ীটি ২০-১১-৮৯ ইং তারিখে ইনসিউর করা হয় (ইনস্যুরেন্স সার্টিফিকেট প্রদ-গ দ্রষ্টব্য)। তখন হাজী আঃ সামাদ জীবিত ছিলেন। কিন্তু ইনস্যুরেন্স সার্টিফিকেটে শাবনাজ বেগমকে উক্ত গাড়ীর মালিক দেখানো হইয়াছে। ৫-১১-৮৯ ইং তারিখে রুট পারমিটে (প্রদ-ঘ) মোসাঃ শাবনাজ বেগমকে মালিক দেখানো হইয়াছে। গাড়ী রেজিষ্ট্রেশন সার্টিফিকেটকে (তাং ২৫-১০-৮৬ ইং) শাবনাজ বেগমকে মালিক দেখানো হইয়াছে। তখন হাজী আঃ সামাদ জীবিত ছিলেন। সুতরাং গাড়ীটিকে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের সম্পত্তি বলা যায় না। ১নং প্রতিপক্ষ আঃ সালামকে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের তত্বাবধায়ক হিসাবে অত্র মোকদ্দমার পক্ষ করা হইয়াছে। আরজীতেও দরখাস্তকারীর জনাববন্দীতে তাহাকেই (১ নং প্রতিপক্ষ) দরখাস্তকারীর নিয়োগকর্তা ও বেতন দাতা হিসাবে বলা হইয়াছে। ১ নং প্রতিপক্ষ আঃ সালাম এর বিরুদ্ধে দরখাস্তকারীর বকেয়া বেতন ও টার্মিনেশান বেনিফিট দাবী করিয়াছেন। কিন্তু দরখাস্তকারী ১নং প্রতিপক্ষ বা বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের ড্রাইভার ছিলেন না। অন্ততঃ ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসের পর থেকে। ১৯৮৬ সালের নভেম্বর মাসের পরে তিনি ৭৫৭৬ নং ট্রাকের ড্রাইভার হিসাবে কর্মরত ছিলেন এবং ১৯৮৬ সালেই শাবনাজ বেগম উক্ত ট্রাকের একক মালিক হইয়াছেন। শাবনাজ বেগম তখন বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন অংশীদার ছিলেন না কারণ তখন তাহার পিতা জীবিত দরখাস্তকারী অতীতে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের নিয়মিত কোন ড্রাইভার হইয়া থাকিলেও ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বর থেকে তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানে আর কর্মরত ছিলেন না, কারণ তখন তিনি শাবনাজ বেগমের কর্মচারী ছিলেন, অনিয়মিত বা নিয়মিত যাহাই হউক। দরখাস্তকারী তাহার সাক্ষ্যে ১ নং প্রতিপক্ষের কাছ থেকে প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। তিনি শাবনাজ বেগমের কাছ থেকে কোন প্রতিকার দাবী করেন নাই। শাবনাজ বেগম অবিবাহিতা মহিলা। তাহার ভাই আঃ সালাম তাহার পক্ষে দরখাস্তকারীর কাছ থেকে গাড়ীর আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ মাঝে-মধ্যে নিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইহা স্বাভাবিক। অবিবাহিতা বোনের পক্ষে তাহার সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ নেওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। ১নং প্রতিপক্ষ ৭৫৭৬ ট্রাকের হিসাব নিকাশ দরখাস্তকারীর কাছ থেকে নিয়া থাকিলেও তাহাতে ১ নং প্রতিপক্ষ

বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের তত্বাবধায়ক হিসাবে বা কোন ভাবে উক্ত গাড়ীর মালিক হন নাই বা গাড়ীটি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের সম্পত্তি হইয়া যায় নাই বা দরখাস্তকারী ১নং প্রতিপক্ষের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মচারী হইয়া যান নাই। অধিকন্তু ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তামাদি বারিতা। সুতরাং দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকদ্দমা বিপক্ষ বিচারে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়। পক্ষগণকে জ্ঞাত করানো হউক।

স্বাঃ

মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

[আমার কথিত মতে লিখিত ও আমার দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।]

স্বাঃ

মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক :—জা, নেসা।
১২-১-৯৫ ইং

মোঃ খোরশেদুল হক ভঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত,
মহিষবাথান, রাজশাহী।
পি, ডাব্লিউ, কেস নং ৫/৯২

দরখাস্তকারী : মোঃ নূর আলী, পিতা হাজী সুরাত উদ্দিন মোল্লা, গ্রাম খুজাপুর, থানা বোয়ালিয়া, জেলা রাজশাহী।

বনাম

প্রতিপক্ষ: ১। মোঃ আবদুস সালাম,, পিতা মৃত হাজী আবদুস সামাদ, তত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ হার্ডওয়ার, মালোপাড়া, রাজশাহী।

২। মোসাঃ আফরোজা বেগম, পিতা মৃত আঃ সামাদ, শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী।

উপস্থিত : জনাব মোঃ আবদুর রশিদ,
চেয়ারম্যান।

প্রতিনিধিগণ : ১। জনাব মোঃ কোরবান আলী, দরখাস্তকারী পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব সাইফুর রহমান খান (রানা), প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

এটা ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারার একটি মোকদ্দমা।

দরখাস্তকারী নুর আলী, ট্রাক ড্রাইভার ১৩-৪-৯২ ইং তারিখে শুধু মোসাঃ আফরোজা বেগম, পিতা মৃত আবদুস সামাদ, শালবাগান, সপুরা, রাজশাহীকে প্রতিপক্ষ করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করিয়া তাহাকে তাহার নিয়োগ কর্তা অভিহিত করিয়া অভিযোগ করেন যে আফরোজা বেগম তাহাকে ডিসেম্বর '৯১ এর বেতন না দিয়া ১-১-৯২ইং মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন। দরখাস্তকারী উহাতে আফরোজা বেগমের বিরুদ্ধে গ্র্যাচুয়িটি, ৪ মাসের নোটিশ পে এবং ডিসেম্বর, ১৯৯১ এর বকেয়া বেতন দাবী করেন।

পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ২৫-৭-৯২ ইং আরজি সংশোধনের দরখাস্ত করিয়া মোঃ আবদুস সালাম, পিতা মৃত হাজী আবদুস সামাদ, তত্বাবধায়ক, বাংলাদেশ হার্ডওয়ার, মালোপাড়া রাজশাহীকে ১নং প্রতিপক্ষ হিসাবে পক্ষভুক্ত করেন এবং মূল প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগমকে ২ নং প্রতিপক্ষ করেন। সংশোধনী দ্বারা তিনি মূল আরজির ১নং প্যারার স্থলে নতুন ১নং প্যারা প্রতি স্থাপিত করেন। ২৫-৭-৯২ ইং তারিখের সংশোধনীয় দরখাস্তকে আরজির একাংশ গণ্য করা হয়।

সংশোধিত আরজি মতে দরখাস্তকারীর কেস এই যে ,তিনি ১-১-৬৭ ইং তারিখে তৎকালীন পাকিস্তান হার্ডওয়ার বর্তমানে "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার" এর একমাত্র মালিক অধুনামৃত হাজী আবদুস সামাদ কর্তৃক তাহার তত্বাবধানে রাজশাহী ট-৬৭২ ট্রাকে মৌখিকভাবে চালক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন এবং ১৯৭৩ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত উক্ত ট্রাকে কর্মরত ছিলেন। দরখাস্তকারী পরবর্তীতে হাজী আবদুস সামাদের তত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে ঢাকা-ড১৮০৭, ঢাকা-ঙ ৩৯৮৬নং ট্রাকে ১৯৮৩ সালের মে মাস পর্যন্ত চালক হিসাব কর্মরত ছিলেন। অতঃপর মৃত হাজী আবদুস সামাদের কন্যা ২নং প্রতিপক্ষের (আফরোজা বেগমের) খরিদকৃত ঢাকা-মেট্রো-ড-৫৬৯৪ নং ট্রাকে মোসাম্মাৎ আফরোজা বেগম কর্তৃক ১৯৮৩ সালের মে মাস হইতে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া

"তাহার মালিকানাধীন মৃত আবদুস সামাদ ও তৎ মৃত্যুান্তে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চালক হিসাবে প্রতিপক্ষগণের আদেশ, নির্দেশমত" চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। উক্তরূপে দরখাস্তকারী তৎকালীন "পাকিস্তান হার্ডওয়ার" যাহা বর্তমানে "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার" ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবৎ চালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দরখাস্তকারীর ড্রাইভিং লাইসেন্স নং ৩৯/৬৭। দরখাস্তকারী রাজশাহী জেলা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের নিয়মিত চাঁদা দাতা সদস্য। তাহার সদস্য কার্ড নং ২৬৭।

দরখাস্তকারী দীর্ঘকাল চাকুরীতে নিয়োজিত থাকিলেও কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত কোন নিয়োগপত্র প্রদান করে নাই। সড়ক পরিবহন শ্রমিকদের আন্দোলনের সময় দরখাস্তকারী নিয়োগপত্র দাবী করিলে প্রতিপক্ষ ক্ষিপ্ত হইয়া গত ১-১-৯২ ইং তারিখে দরখাস্তকারীকে মৌখিকভাবে বরখাস্ত করেন, যাহা বে-আইনী ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

দরখাস্তকারী উপরোল্লিখিত গাড়ীতে মাসিক ১১২৫·০০ টাকা হারে বেতন প্রাপ্ত হইতেন। বে-আইনীভাবে অব্যাহতির কারণে দরখাস্তকারী গ্রাচুয়িটি, নোটিশ পে, প্রভিডেন্ট ফাণ্ড পাইতে হকদার বটে। দরখাস্তকারী বহুবার প্রতিপক্ষের নিকট মৌখিকভাবে আবেদন নিবেদন করিলেও প্রতিপক্ষ কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে তিনি ৯-১-৯২ ইং তারিখে রাজশাহী মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের নিকট পাওনাদি পাইবার জন্য তাহাদের সহযোগিতা প্রার্থনা করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মালিক কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শ্রম আদালতে অত্র মোকদ্দমার কারণ উদ্ভব হইয়াছে।

দরখাস্তকারী তাহার মৌখিক বরখাস্ত আদেশটক টারমিনেশন আদেশে রূপান্তরিত করিয়া ২৫ বৎসরের চাকুরীর গ্রাচুয়িটি হিসাবে ৫০ মাসের বেতন, ৪ মাসের নোটিশ পে, ডিসেম্বর' ৯১ এর বেতনসহ মোট ৬১,৮৭৫·০০ টাকা এবং মামলার খরচ প্রতিপক্ষের নিকট হইতে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন।

১ ও ২ নং প্রতিপক্ষ একটি যৌথ লিখিত জবাব দাখিল করিয়া অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তাহাদের বক্তব্য এই যে অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে ও উল্লেখিত আইনে অচল। ১নং প্রতিপক্ষ বর্তমান মোকদ্দমার প্রয়োজনীয় পক্ষ নহেন, কেননা তিনি সংশ্লিষ্ট গাড়ীর মালিক বা অংশীদার নহেন। তাহাদের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, মরহুম আবদুস সামাদ সাহেব "পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর" পরবর্তীতে "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর" এর একমাত্র মালিক ছিলেন তাহার কয়েকটি ট্রাক ও গাড়ী ছিল। তাহার আমলে প্রত্যেক ড্রাইভার মৌখিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে ট্রাক চালক হিসাবে কাজ করিত এবং নিয়মিত মজুরী পাইত। তাহার আমলে ৬৭২,১৮০৭,৩৯৮৬ এবং ৩৬৩৬ নং ট্রাকগুলি অনেক পূর্বেই বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে ২নং প্রতিপক্ষ মোসাঃ আকরোজা বেগম ক্রয় সূত্রে ২১-৫-৮৯ তারিখে বর্তমান গাড়ী নং ৫৬৯৪ এর মালিক হন। উপরে উল্লেখিত ট্রাক/গাড়ীগুলির জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ড্রাইভার যথা (১) জাহেদুর, (২) ইসলাম, (৩) শাহ জালাল, (৪) আলী হোসেন, (৫) আসলাম (৬) আকবাস আলী সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে ড্রাইভারের কাজ করিত। তাহাদের কাহাকেও কোন নিয়োগপত্র দেওয়া হয় নাই। ২নং প্রতিপক্ষ খরিদসূত্রে মালিক হওয়ার পর ৫৬৯৪ নং গাড়ী চালাইবার জন্য সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে নিয়োগ করা হয়। দরখাস্তকারীর বেতন ছিল মাসিক ৭০০.০০ টাকা। ইহা ছাড়াও ড্রাইভারদের খোরাকী হিসাবে দৈনিক ৭০·০০ টাকা পাইত। এই ব্যাপারে দালিলিক প্রমাণ আছে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন দ্বারা আহূত মটর যানে নিয়োজিত শ্রমিকদের নিয়োগপত্র প্রদানের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে দরখাস্তকারী ড্রাইভার হিসাবে ২নং প্রতি-

পক্ষের নিকট নিয়োগপত্র দাবী করেন এবং প্রদান করিতে ২নং প্রতিপক্ষ অস্বীকৃতি জানাইলে দরখাস্তকারী তাহার অস্থায়ী চাকুরী পরিত্যাগ করেন এবং তাহার পাওনাদি লইয়া চলিয়া যান। ২নং প্রতিপক্ষের বা ১নং প্রতিপক্ষের নিকট তাহার কোন পাওনা ছিলনা। অবৈধভাবে আর্থিক লাভবান হওয়ার মানসে দরখাস্তকারী অত্র মিথ্যা মামলা আনয়ন করিয়াছেন। বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর একটি লোহা লকরর এবং চেউটিনের দোকান। ট্রাক/গাড়ী ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে চালু ছিল। উক্ত হার্ডওয়ার ষ্টোররের সহিত ট্রাক মালিকের কোন ব্যবসায়িক যোগসূত্র ছিল না বা নাই।

মোকদ্দমা খায় খরচা খারিজযোগ্য।

নির্ধারণী বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে রক্ষণীয় কি না।

২। মোকদ্দমা তামাদি বারিত কিনা।

৩। দরখাস্তকারী প্রতিপক্ষদ্বয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে পারেন কি না।

৪। দরখাস্তকারী কি প্রতিকার পাইতে পারেন।

সিদ্ধান্ত :

১নং নির্ধারনী বিষয় :

শুনানীকালে এ বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয় নাই। অধিকন্তু ইহার মধ্যে কোন সারবত্তা নাই। সুতরাং অত্র বিষয়াদি দরখাস্তকারীর অনুকূলে নিষ্পত্তি করা হইল।

২নং নির্ধারণী বিষয় :

দরখাস্তকারী ১৯৩৬ সালের মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ নং ধারা অনুযায়ী অত্র মামলা দায়ের করিয়াছেন। তিনি ১৩-৪-৯২ ইং তারিখে শুধুমাত্র আফরোজা বেগমকে প্রতিপক্ষ করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন এই অজহাতে যে আফরোজা বেগম তাহাকে ১-১-৯২ ইং তারিখে গাড়ীচালকের পদ মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। মূল আরজীতে দরখাস্তকারী শুধু আফরোজা বেগমের বিরুদ্ধে ডিসেম্বর'১৯৯১ এর বকেয়া বেতন ৪ মাসের নোটিশ পে এবং ৫০ মাসের গ্র্যাচুয়িটি দাবী করিয়া অত্র মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরবর্তীতে ২৫-৭-৯২ ইং তারিখে এক সংশোধনী দরখাস্ত দ্বারা জনৈক আবদুস সালামকে অত্র মোকদ্দমার প্রতিপক্ষ হিসাবে আনয়ন করেন। উক্ত আবদুস সালামকে ১নং প্রতিপক্ষ করা হয় এবং মূল প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগমকে ২নং প্রতিপক্ষ করা হয়। মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫ ধারা অনুযায়ী মজুরী প্রাপ্য হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে হইবে। দেখা যাইতেছে প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগম (যিনি বর্তমান ২নং প্রতিপক্ষ) এর বিরুদ্ধে আইন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ১৩-৪-৯২ ইং তারিখে মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান ১নং প্রতিপক্ষ আঃ সালামকে অত্র মোকদ্দমায় পক্ষ করা হইয়াছে ২৫-৭-৯২ ইং তারিখে অর্থাৎ আঃ সালামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা হইয়াছে দরখাস্তকারীর মজুরী প্রাপ্য হওয়ার ৬ মাস ২৪ দিন পরে অর্থাৎ আইন নির্দিষ্ট ৬ মাসের মধ্যে প্রতিপক্ষ আঃ সালামের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনয়ন করা হয় নাই। অবশ্য মজুরী পরিশোধ আইনের ১৫(২) ধারার দ্বিতীয় শর্তাংশে বলা হইয়াছে, "Provided further that any application may be admitted after the said period of

6 months when the applicant satisfies the authority that he has sufficient cause for not making the application within such period," কিন্তু বর্তমান ১নং প্রতিপক্ষ আঃ সালামকে বিলম্বে পক্ষভুক্ত করার কোন কারণ দরখাস্তকারী প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুত উক্ত আঃ সালামকে পক্ষভুক্ত করায় যে বিলম্ব হইয়াছে তাহা খণ্ডন করার জন্য দরখাস্তকারী কোন আবেদন করেন নাই। সুতরাং ১ নং প্রতিপক্ষ আঃ সালামের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত। তবে ২ নং প্রতিপক্ষ মোসাঃ আফরোজা বেগমের বিরুদ্ধে অত্র মোকদ্দমা তামাদি বারিত নহে।

এইভাবে অত্র নির্ধারণী বিষয় নিষ্পত্তি করা হইল।

৩ ও ৪ নং নির্ধারণী বিষয় :

সংশোধিত আরজিতে দরখাস্তকারী বলিয়াছেন তিনি ১-১-৬৭ ইং তারিখে তৎকালীন পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর" বর্তমানে যাহা বাংলাদেশের হার্ডওয়ার ষ্টোর" এর মালিক অধুনামৃত আবদুস সামাদ কর্তৃক তাহার তত্ত্বাবধানে রাজশাহী ট-৬৭২ নং ট্রাকে মৌখিকভাবে চালক হিসাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে হাজী আবদুস সামাদের তত্ত্বাবধানে পর্যায়ক্রমে ঢাকা-ড-১৮০৭ নং ট্রাক, ঢাকা-ঙ-৩৯৮৬ নং ট্রাকে ১৯৮৩ সালের মে মাস পর্যন্ত চালক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। দরখাস্তকারী তাহার দরখাস্তে আরও বলিয়াছেন, "অতপর মৃত হাজী আঃ সামাদের কন্যা ২নং প্রতিপক্ষের খরিদকৃত ঢাকা-মেট্রো-ড-৫৬৯৪ নং ট্রাকে মোসাঃ আফরোজা বেগম, পিতা মৃত হাজী আঃ সামাদ, সাং শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী কর্তৃক ১৯৮৩ সালের মে মাস হইতে নিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া তাহার মালিকানাধীন মৃত হাজী আঃ সামাদ ও তৎ মৃত্যুান্তে বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে চালক হিসাবে প্রতিপক্ষগণের আদেশ, নির্দেশমত সততা, দক্ষতা সুনামের সহিত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন।" দরখাস্তকারীর আরজীর উপরোক্ত বক্তব্য পরিষ্কার ও বোধগম্য নহে। দরখাস্তকারীর মতে তিনি ২ নং প্রতিপক্ষের খরিদকৃত ৫৬৯৪ নং ট্রাকে আফরোজা বেগম (২ নং প্রতিপক্ষ) কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন। উপরোক্ত বাক্যের অংশটুকু হইতে বুঝা যায় মোসাঃ আফরোজা বেগমই তাহাকে নিয়োগপত্র দিয়াছেন। কিন্তু অবশিষ্টাংশ দ্বারা তিনি তাহার বক্তব্য পরিষ্কার করেন নাই। দরখাস্তকারী ঐ বাক্যংশটুকু বলিয়াছেন তিনি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চালক হিসাবে ও প্রতিপক্ষগণের আদেশ, নির্দেশ মত চাকুরী করিয়া আসিতেছিলেন। ইহা দ্বারা হয়তঃ তিনি (দরখাস্তকারী) বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে তিনি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার প্রতিষ্ঠানেরই একজন ট্রাক চালক এবং বাংলাদেশ হার্ডওয়ার প্রতিষ্ঠানের (যাহা পূর্বে পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর ছিল) বেতনভুক্ত কর্মচারী ছিলেন। যাহা হউক তাহার বক্তব্য পরিষ্কার নহে। বর্তমান ১নং প্রতিপক্ষ আবদুস সালামকে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে অভিহিত করা হইয়াছে। প্রতিপক্ষের কেস এই যে হাজী আঃ সামাদ পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোর (পরবর্তীতে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোর) এর একক মালিক ছিলেন। তাহার কয়েকটি ট্রাক ছিল এবং ট্রাক ড্রাইভারগণ মৌখিকভাবে অস্থায়ী ভিত্তিতে কাজ করিত। ২১-৫-৮৯ ইং তারিখে ২নং প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগম ক্রয়-সূত্রে ৫৬৯৪ নং গাড়ীর মালিক হন এবং ১নং প্রতিপক্ষ উক্ত গাড়ীর মালিক বা শরীকদার নহেন। প্রতিপক্ষের আরও কেস এই যে ইং ১০-৫-৯০ তারিখে হাজী আঃ সামাদ সাহেব মারা যাওয়ার পর তাহার পুত্র ও কন্যাগণ তাহার সব সম্পত্তি ও কারবার বাটোয়ারা দলিল মূলে ভাগ করিয়া লন এবং ২নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন শরীক বা অংশীদার নহেন। তাহাদের আরও কেস এই যে ১নং প্রতিপক্ষ খরিদ সূত্রে ৫৬৯৪ নং গাড়ীর মালিক হওয়ার পর সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে দরখাস্তকারীকে নিয়োগ করেন। দরখাস্তকারী ২নং প্রতিপক্ষের নিকট নিয়োগপত্র দাবী করিলে ২নং প্রতিপক্ষ তাহা দিতে অস্বীকৃতি জানাইলে দরখাস্তকারী তাহার প্রাপ্যাদি গ্রহণ করিয়া অস্থায়ী চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যান।

দরখাস্তকারী মোঃ নুর আলী দরখাস্তকারী পক্ষের ১নং সাক্ষী। তিনি তাহার জবানবন্দীতে বলেন তিনি ১৯৬৭ সন থেকে পাকিস্তান হার্ডওয়ার ষ্টোরে ড্রাইভার হিসাবে চাকুরী করিতেন এবং হাজী আঃ সালাম উক্ত ষ্টোরের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উহার নাম হয় "বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরস"। হাজী আঃ সালাম মারা যাওয়ার পর উহার তত্ত্বাবধায়ক হইলেন আঃ সালাম (১নং প্রতিপক্ষ)। হাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর আঃ সালাম সাহেব দরখাস্তকারীর বেতন দিতেন। তিনি আরও বলেন ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি আঃ সালাম সাহেবের নিকট নিয়োগপত্র চাহিয়াছিলেন কিন্তু আঃ সালাম সাহেব তাহাকে নিয়োগপত্র না দিয়া ১-১-৯২ তারিখে তাহাকে চাকুরী হইতে বাদ দিয়াছেন। তখন তাহার মাসিক বেতন ছিল ১১২৫ টাকা। দরখাস্তকারী জবানবন্দিতে বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। তিনি বলেন যে তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ট্রাক চালাইয়াছেন যথা রাজশাহী-ট-৬৭২, ঢাকা-ড-১৮০৭, ঢাকা-ড-৩১৮৬ এবং ঢাকা – মেট্রো-ড-৫৬৯৪। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি ১৯৬৭ সাল থেকে ড্রাইভার ছিলেন না। তিনি আরও অস্বীকার করেন আঃ সালাম সাহেব তাহাকে নিয়োগ দেন নাই। তিনি আরও অস্বীকার করেন যে আফরোজা বেগম তাহাকে নিয়োগ করিয়াছেন। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি আফরোজা বেগমের কাছে নিয়োগপত্র চাহিয়াছিলেন এবং নিয়োগপত্র না দেওয়ায় তিনি চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং সব পাওনা নিয়া গিয়াছেন। তিনি অস্বীকার করেন যে আঃ সালাম সাহেব মারা যাওয়ার পর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি ভাগ হইয়াছে জেরায় তিনি বলেন তিনি শেষ যে গাড়ীটা চালাইয়াছেন তাহার নং-৫৬৯৪। তিনি বলেন যে তিনি ৫৬৯৪ নং গাড়ীটি এক বৎসর যাবৎ চালাইয়াছেন। তিনি বলেন যে আঃ সালাম সাহেব তাহাকে ছাঁটাই করার এক বৎসর আগে ৫৬৯৪ নং গাড়ীতে তাহাকে নিয়োগ দিয়াছিলেন। তিনি বলেন ৫৬৯৪ নং গাড়ীর মালিক আঃ সালাম। তিনি আরও বলেন ব্লু-বুকে মালিকের নাম আছে। তিনি বলেন যে তিনি শুনিয়াছেন হাজী সাহেব মারা যাওয়ার পর হার্ডওয়ার ষ্টোরের মালিক হইয়াছেন আঃ সালাম, আরও শরীক আছে। তিনি আরও বলেন যে বাংলাদেশ হাডওয়ার ষ্টোরের কাজ হইল ঢেউটিন, সিমেন্ট, রডের ব্যবসা করা। এক সাজেশানের উত্তরে তিনি বলেন বাংলাদেশ হাডওয়ার ষ্টোর মাল আনার জন্য "এই ট্রাক" (৫৬৯৪ নং গাড়ী) ছাড়া অন্য ট্রাকও নিয়োগ করত। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি এক এক সময় এক এক মালিকের ট্রাক চালাইয়াছেন। তিনি অস্বীকার করেন যে তাহার বেতন ছিল মাত্র ৭০০ টাকা। তিনি বলেন তাহার দাবী এক মাসের বেতন। এক সাজেশানের উত্তরে তিনি বলেন, "হাঁ, ট্রাকগুলো ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিল"। তিনি অস্বীকার করেন যে তিনি আফরোজা বেগমের অধীনে চাকুরী করিতেন এবং ডিসেম্বর'৯১ মাসে নিয়োগপত্র চাহিলে নিয়োগপত্র না দেওয়ায় তিনি চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন।

দরখাস্তকারী পক্ষে ২নং সাক্ষী আইউব আলী বলেন যে তিনি সালাম মিয়ার আমলে বাংলাদেশ হাডওয়ার ষ্টোরের ট্রাকে হেলপার হিসাবে চাকুরী করিয়াছেন। তিনি পাকিস্তান আমলে ২ বৎসর এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ৩ বৎসর চাকুরী করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তিনি যে ট্রাকের হেলপার ছিলেন সেই ট্রাকের ড্রাইভার ছিল নুর আলী (দরখাস্তকারী)। তিনি বলেন তাহার সময় ২টি ট্রাক ছিল। তিনি বলেন সালাম সাহেব এই প্রতিষ্ঠান দেখাশুনা করেন। জেরায় তিনি বলেন ব্যক্তি মালিকানাধীন অনেক ট্রাক আছে। তাহারা পরিবহনের ব্যবসা করে। তিনি বলেন তিনি ৬৭২ নং গাড়ী চালাইতেন। তিনি আরও বলেন গাড়ী ২টির মালিক সালাম মিয়া বলিয়াই জানিতেন।

প্রতিপক্ষের ১নং সাক্ষী মোঃ আঃ সালাম। তিনি বলেন নালিশী গাড়ী নং-৫৬৯৪ এর মালিক তাহার বোন ২নং প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগম এবং তাহার নামে গাড়ী সংক্রান্ত সমগ্র কাগজপত্র আছে। তিনি বলেন তাহার পিতা আঃ সালাম সাহেব আফরোজা বেগমকে গাড়ী৮ বিক্রয় করিয়াছেন এবং আফরোজা বেগম খরিদসূত্রে গাড়ীটির মালিক। তিনি আরও বলেন ১৯৯০ সালের গাড়ীর ব্লু-বুকে গাড়ীর মালিকানা বদল হইয়াছে। তিনি প্রদর্শনীতে ক চিহ্নিত

হইয়াছে। তিনি বলেন তাহার পিতা ১৯৯০ সালে ইসলামী ব্যাংকের নিকট গাড়ীটা বন্ধক (মরগেজ) রাখিয়া লোন নিয়াছিলেন এবং ২১-৫-৮৯ ইং তারিখে গাড়ীটি রেজিষ্ট্রী হয়। এতদ-সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রদ-ক(১) হইতে ক(৪) চিহ্নিত হইয়াছে। তিনি আরও বলেন হাজী আঃ সামাদ পাকিস্তান হার্ডওয়ার, পরবর্তীতে বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের একক মালিক ছিলেন। তিনি বলেন হার্ডওয়ার ষ্টোরে রড, সিমেন্ট, লোহা, লক্করের ব্যবসা হইত। তিনি উনার (হাজী সাহেব) ব্যক্তিগত মালিকানাধীন কয়েকটি ট্রাক ছিল। আলোচ্য ট্রাকটি (৫৬৯৪ নং গাড়ী) তাহার মেয়ে আফরোজা বেগমের নিকট ২১-৫-৮৯ ইং তারিখে বিক্রয় করেন এবং ১৯৯০ সালে আফ-রোজা বেগমের নাম বু-বুকে খারিজ হইয়াছে। তখন হইতে আফরোজা বেগমই উহার মালিক হইয়াছেন এবং উহা পরিচালনা করেন। তিনি বলেন আফরোজা বেগমের পক্ষে তিনি তদারকী করিতেন, কারণ তাহার বোন আফরোজা বিবাহিতা এবং তিনি ঢাকায় থাকেন। তিনি আরও বলেন নূর আলী স্থায়ী ড্রাইভার নহেন। বিভিন্ন ড্রাইভার আলোচ্য গাড়ী চালাইত। নূর আলী মাঝে মাঝে যখন গাড়ী চালাত তখন তাহাকে মাসে মাসে ৭০০ টাকা বেতন দিতেন। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে নূর আলী তাহার বোনের (আফরোজা বেগমের) নিকট নিয়োগপত্র চাহিলে তিনি নিয়োগপত্র না দেওয়ায় নূর আলী (দরখাস্তকারী) পাওনা দাওনা নিয়া চলিয়া যায়। তিনি বলেন এই ট্রাকটার (৫৬৯৪ নং) ব্যাপারে তাহার কোন দায় দায়িত্ব নাই। তিনি বলেন তাহার পিতার মৃত্যুর পর তিনি ও তাহার অপর ২ ভাই আঃ সেলিম ও শামসু বাটোয়ারা সূত্রে বাংলা-দেশ হার্ডওয়ারের মালিক হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ১২-৯-৯০ ইং তারিখে একটি রেজিষ্ট্রি-কৃত পার্টনারশীপ দলিল হইয়াছে (প্রদ-খ)। তিনি পৌর করপোরেশনের ট্রেড লাইসেন্স (প্রদ-গ) প্রমাণ করেন। তিনি বলেন নূর আলী তাহার কাছে কিছুই পাইবেনা। নূর আলী আফরোজা বেগমের কাছে যাহা পাইত তাহা পে নিয়া গিয়াছে। জেরায় তিনি অস্বীকার করেন যে কর্মচারীগণকে ভবিষ্যৎ দাবী থেকে বঞ্চিত করার জন্য যোগসাজসে পার্টনারশীপ দলিল করিয়াছেন। তিনি অস্বীকার করেন যে বাটোয়ারা দলিলের কোন অস্তিত্ব নাই। তিনি আরও অস্বীকার করেন ড্রাইভারকে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার জন্য মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছেন।

দরখাস্তকারী তাহার জবানবন্দিতে বলিয়াছেন হাজী আঃ সামাদের মৃত্যুর পর ১নং প্রতিপক্ষ তাহার নিয়োগকর্তা এবং তাহাকে বেতন দিতেন এবং ১নং প্রতিপক্ষের কাছে তিনি নিয়োগপত্র চাহিলে তিনি (১নং প্রতিপক্ষ) তাহাকে (দরখাস্তকারী) মৌখিকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। উল্লেখিত ১নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের তত্ত্বাবধায়ক। দরখাস্তকারী ১নং প্রতি-পক্ষের নিকট হইতে বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। দরখাস্তকারী জেরায় বলেন ৫৬৯৪ নং ট্রাকের মালিক আঃ সালাম। কিন্তু গাড়ী সংক্রান্ত যে কাগজপত্র (বু-বুকের ফটো-কপি) প্রতিপক্ষ দাখিল করিয়াছেন উহাতে দেখা যায় ৫৬৯৪ নং গাড়ীটি ২১-৫-৮৯ ইং তারিখে ইসলামী ব্যাংকের নিকট মরগেজ দেওয়া হইয়াছিল (প্রদ:-ক(১) দ্রষ্টব্য)। মালিকানা বদলের পৃষ্ঠায় দেখা যাইতেছে হাজী আঃ শামাদ গাড়ীটির মালিকানা ২৯-৮-৯০ ইং তারিখে মোসা: আফরোজা বেগমের বরাবর হস্তান্তর করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে হাজী আঃ সামাদ (যিনি ১০-৫-৯০ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন, জবাব দ্রষ্টব্য) মৃত্যুর পূর্বে ২৯-৮-৯০ তারিখে ৫৬৯৪ নং গাড়ীটির মালিকানা তাহার কন্যা ২নং প্রতিপক্ষ আফরোজা বেগমের অনুকূলে হস্তান্তর করিয়া গিয়াছেন। উক্ত কার্য দ্বারা ২নং প্রতিপক্ষ গাড়ীটির একক মালিক হইয়াছেন। উক্ত গাড়ীটি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় না। উহা ২নং প্রতি-পক্ষের একক মালিকানাধীন গাড়ী। দরখাস্তকারী জেরায় স্বীকার করিয়াছেন যে ট্রাকটি ব্যক্তি-গত মালিকানাধীন ছিল অর্থাৎ বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের সম্পত্তি ছিল না। প্রতিপক্ষ ১২-৯-৯০ ইং তারিখের একটি রেজিষ্ট্রি পার্টনারশীপ দলিল দাখিল করিয়াছেন। (প্রদ-খ)। দলিলটি বাংলাদেশ হার্ডওয়ার সম্পর্কিত। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে ১নং প্রতিপক্ষ আঃ সালাম এবং তাহার দুই ভ্রাতা আঃ সেলিম ও শামসুল আলম এই তিন জন উক্ত বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের পার্টনারশীপ অংশীদার। হাজী আঃ সামাদের কন্যা ২নং প্রতিপক্ষ উক্ত পার্টনারশীপ ব্যবসায়ের অংশীদার নহেন। আঃ সালামকে ম্যানেজিং পার্টনার করা হইয়াছে।

উক্ত রেজিষ্ট্রি পার্টনারশীপ দলিলে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, "হাজী আঃ সামাদের মৃত্যু অন্তে তাহার ওয়ারিশগণের মধ্যে ১৯৯০ সালের আগষ্ট মাসে ৮৪০৩ নং বাটোয়ারা দলিল মূলে হাজি আঃ সামাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভাগ হইয়া যায়" এবং উক্ত বাটোয়ারা মূলে বাংলাদেশ হার্ডওয়ার পার্টনারশীপ দলিলে ৩ জন পার্টনার প্রাপ্ত হইয়াছেন। পার্টনারশীপ দলিলটি রেজিষ্ট্রিকৃত ২নং প্রতিপক্ষ ১নং প্রতিপক্ষের সাথে যৌথভাবে লিখিত জবাব দাখিল করিয়াছেন। ২নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের কোন অংশীদারিত্ব দাবী করেন নাই। পক্ষান্তরে দরখাস্তকারী উল্লেখিত ৫৬৯৪ নং গাড়ীটি বাংলাদেশ হার্ডওয়াররে সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত করেন। কিন্তু দাখিলী কাগজপত্র মতে এবং ১নং প্রতিপক্ষের জবানবন্দি মতে উক্ত ট্রাকটির মালিক ব্যক্তিগতভাবে ২নং প্রতিপক্ষের ২নং প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ হার্ডওয়ারের কোন অংশীদার নহেন। দরখাস্তকারী বাংলাদেশ হার্ডওয়ার ষ্টোরের তত্বাবধায়ক ১নং প্রতিপক্ষ আঃ সালাম তথা হার্ডওয়ার ষ্টোরের কাজেই প্রতিকার দাবী করিয়াছেন। কিন্তু ১নং প্রতিপক্ষ বর্ণিত ট্রাকটির মালিক নহেন। সুতরাং ১নং প্রতিপক্ষের কাছ থেকে দরখাস্তকারী কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না। অধিকন্তু ১নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা তামাদি বারিত। দরখাস্তকারী তাহার সাক্ষ্যে ২নং প্রতিপক্ষের কাছ থেকে কোন প্রতিকার দাবী করেন না।

উপরোল্লিখিত আলোচনায় দেখা যায় দরখাস্তকারী অত্র মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পাইতে পারেন না।

অতএব,

আদেশ হইল যে,

অত্র মোকদ্দমা দ্বিপক্ষ বিচার বিনা খরচায় ডিসমিস হয়। পক্ষগণকে জ্ঞাত করানো হউক।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
১৫-১-৯৫
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আমার কথিত মতে লিখিত ও
আমার দ্বারা সংশোধিত হইয়াছে।

স্বাঃ
মোঃ আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি

অনুলিপিকারক :-জা, নেসা।
১৫-১-৯৫

মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

তুলনাকারক :
পেশকার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত
মহিষবাথান, রাজশাহী।

আই,আর,ও, কেস নং-২৯/৯৩

প্রার্থক: ১। কাজী মহিন, সভাপতি, নূরানী গ্রুপ অব ইন্ডাষ্ট্রীজ শ্রমিক ইউনিয়ন (সি,বি,এ) সান্তাহার রোড, বগুরা, পো: ও জেলা-বগুড়া।

২। মো: ছামচুল হক, সাধারণ সম্পাদক, নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ শ্রমিক ইউনিয়ন (সি,বি,এ) সান্তাহার রোড, বগুড়া, পো: ও জেলা বগুড়া।

বনাম

প্রতিপক্ষ: ১.। নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি: সান্তাহার রোড, বগুড়া।

২। চেয়ারম্যান, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি: সান্তাহার রোড বগুড়া।

৩। ম্যানেজার, নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি:, সান্তাহার রোড, বগুড়া। সকল প্রতিপক্ষগণের পো: বগুড়া সদর, জেলা বগুড়া।

উপস্থিত :জনাব মো: আবদুর রশিদ
চেয়ারম্যান।

১। জনাব মো: রফিউল আলম, মালিক পক্ষের সদস্য।

২। জনাব মো: কামরুল হাসান, শ্রমিক পক্ষের সদস্য।

প্রতিনিধিগণ :-১। জনাব এন,এম, কাইছারুজ্জামান, প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী।

২। জনাব চিত্ত রঞ্জন বণিক, ১ ও ২ নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

৩। জনাব এ,কে, মো: শামসুল আবেদিন, ৩নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী।

রায়

এটা ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারাধীন একটি মোকদ্দমা। নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ শ্রমিক ইউনিয়ন (সি,বি,এ) এর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক এই মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন।

প্রার্থকগণের কেস এই যে তাহারা নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি: সান্তাহার রোড, বগুড়া এর কর্মরত শ্রমিক এবং উহার শ্রমিক ইউনিয়নের নির্বাচিত সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। প্রতিপক্ষগণের মিল নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লি: দীর্ঘদিনের লাভজনক একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে সবমোট স্থায়ী শ্রমিক/কর্মচারীর সংখ্যা ৬০ জন। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদিত পণ্যের যথেষ্ট চাহিদা থাকা সত্বেও প্রতিপক্ষগণ ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এপ্রিল ১৯৯৩ হইতে ১৪-৫-৯৩ ইং পর্যন্ত কর্মরত শ্রমিক/কর্মচারীদের কাজের বেতন ও ভাতাদি বাকী রাখিয়া নিয়ম বহির্ভূতভবে ও ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রতিষ্ঠানটিতে লে-অফ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী

২৯-৪-৯৩ ইং তারিখের পত্রে সুপারিনটেনডেন্ট শুলক, আবগারী ও মূসক বগুড়াকে অবগত করেন যে বাজারে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা না থাকায় ২-৫-৯৩ ইং তারিখ হইতে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকিবে। অথচ উৎপাদিত পণ্য গুদামজাত ছিল না।

অপর দিকে প্রতিপক্ষগণ ১৩-৫-৯৩ইং তারিখে অপর এক নোটিশে উল্লেখ করেন যে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি অনেক পুরাতন বিধায় উহা যে কোন সময় ভাংগিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। এমতাবস্থায় উহার তড়িৎ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ আশু প্রয়োজন হেতু প্রতিষ্ঠানটি ইং ১৫-৫-৯৩ হইতে ২৮-৬-৯৩ইং তারিখ পর্যন্ত মোট ৪৫ দিনের জন্য লে-অফ ঘোষণা করা হইল। ১৮-৫-৯৩ তারিখের অপর এক পত্রে প্রতিপক্ষ উল্লেখ করেন যে শ্রমিকদের ন্যায় কর্মচারীদেরকেও ২০-৫-৯৩ হইতে লে-অফ করা হইল। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ এপ্রিল/৯৩ হইতে ১৪-৫-৯৩ইং কাজের বেতন ও ১৫-৫-৯৩ইং হইতে ২৮-৬-৯৩ইং পর্যন্ত লে-অফ চলাকালীন সময়ের বেতন ভাতাদি শ্রমিক/কর্মচারীগণকে দেন নাই।

প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষগণের লে-অফ নোটিশ খণ্ডন করিয়া ২২-৫-৯৩ইং তারিখ ২নং প্রতিপক্ষকে বে-আইনী লে-অফ নোটিশ প্রত্যাহারের দাবী জানান এবং উহার অনুলিপি ৮জন সরকারী কর্মকর্তাকে প্রদান করেন। উপ শ্রম-পরিচালক, বগুড়া পত্র দ্বারা ২৬-৫-৯৩ইং আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভা আহ্বান করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ হাজির হন নাই। প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষগণের বে-আইনী কার্যের বিরুদ্ধে ২৬-৫-৯৩ইং তারিখ উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়ার নিকট লিখিত আবেদন করেন পবিত্র ঈদ-উল-আজহা উপলক্ষে বকেয়া বেতন ও চুক্তি মোতাবেক বোনাস প্রদানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ কামনা করিয়া। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ ঈদুল-আজহা উপলক্ষে শ্রমিক/কর্মচারীগনকে একটি টাকাও প্রদান করেন নাই। ২৬-৫-৯৩ইং তারিখে সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান, রাজশাহী বিভাগ, বগুড়া এক স্মারক দ্বারা ২নং প্রতিপক্ষকে লে-অফ সংক্রান্ত বিষয় ৩ দিনের মধ্যে জানাইতে অনুরোধ করেন এবং ২৭-৫-৯৩ তারিখের এক স্মারক দ্বারা ৩ দিনের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করেন, ব্যর্থতায় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে মর্মে জানান। কিন্তু প্রতিপক্ষগণ বেতন ভাতাদি প্রদান করেন নাই। তখন প্রার্থকগণ বকেয়া বেতন ও লে-অফ চলাকালীন সময়ের বেতন ভাতা পাইবার জন্য ৮-৬-৯৩ইং তারিখে উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানাকে পত্র মারফত অবগত করেন। সহকারী প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, বগুড়া ২১-৬-৯৩ইং তারিখের স্মারক মারফত প্রতিপক্ষগণকে উক্ত স্মারক প্রাপ্তির ৩ দিনের মধ্যে বকেয়া বেতন ও লে-অফ ঘোষণাকালীন সময়ের বেতন ও ভাতাদি প্রদানের অনুরোধ করেন অন্যথায় প্রতিপক্ষগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন মর্মেও সতর্ক করিয়া দেন। তদুপরি উপ-শ্রম পরিচালক, বগুড়া ২৬-৬-৯৩ ইং তারিখের পত্র মারফত প্রতিপক্ষগনকে বকেয়া বেতন ও লে-অফ চলাকালীন সময়ের পাওনাদি পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু প্রতিপক্ষগন সম্পূর্ন বেআইনী ও ষড়যন্ত্র মূলকভাবে পুনরায় ২৮-৬-৯৩ ইং তারিখে লে-অফ বর্ধিত করার নোটিশ প্রদান করেন এবং উল্লেখ করেন যে প্রতিষ্ঠানের মেশিনারিজ মেরামত করার জন্য লে-অফ ৪৫ দিন বর্ধিত করা হইল। প্রতিপক্ষগণ প্রতিষ্ঠানটি ও প্রতিষ্ঠানের নামে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রি করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীগনের আইনানুগ পাওনাদি যাহাতে দেওয়া না লাগে তাহার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে। প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ৬০জন শ্রমিক/কর্মচারীর জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণা করায় তাহারা অনাহারে অর্ধাহারে জীবন যাপন করিতেছে।

প্রার্থকগণ প্রতিপক্ষগণের প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিক কমচারীদের বকেয়া দেড় মাসের বেতন ও ১৫-৫-৯৩ইং তারিখ হইতে লে-অফ চলাকালিন সময়ের বেতন ও ভাতাদি প্রদানের জন্য প্রতিপক্ষগণের প্রতি আদেশ দানের জন্য এবং ১৩-৫-৯৩ইং তারিখের বে-আইনী লে-অফ নোটিশ রদ-রহিত করিয়া প্রতিষ্ঠানটি চালু করার প্রতিপক্ষগনের উপর আদেশ দানের প্রার্থনা করেন।

২নং প্রতিপক্ষ (চেয়ারম্যান, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিঃ) লিখিত বর্ণনা দাখিল করিয়া মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছেন।

তাহার কেস এই যে অত্রাকারে প্রার্থকগণের মোকদ্দমা অচল। প্রার্থকগণের অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করার কোন অধিকার নাই এবং ইহা তামাদি দ্বারা বারিত। তিনি প্রার্থকগণের আরজির কতিপয় উক্তি অস্বীকার করেন।

অত্র প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। ইহার শ্রমিক সংখ্যা ১৭ জন। প্রতিষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে চালু থাকাকালীন সকল শ্রমিক কর্মচারীগনের বেতন ভাতাদি পরিশোধ থাকাকালে হঠাৎ মেশিনারীজ বিকল হইয়া পড়ায় মাল উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি হয় এবং মেশিনারীজ মেরামতের জন্য ১৫-৫-৯৩ ইং তারিখে লে-অফ ঘোষণা করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি ব্যাংকসহ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে ধার দেনায় পতিত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানটি লে-অফ ঘোষণার পূর্বে শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনাদি মাসে মাসে পরিশোধ করা হইয়াছে কিন্তু প্রার্থিকগন সহি করে নাই এবং অনেকেই সহি করিতে দেয় নাই। বর্তমান মেশিনারীজ মেরামত করা তথা নতুন মেশিনারীজ পুনঃ স্থাপন করিতে অনেক টাকার প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানটি চালু করিতে এবং বিক্রিত মালের পাওনা আদায়ে প্রতিপক্ষের আরও ৬ মাসের প্রয়োজন। প্রতিপক্ষ টাকা উত্তোলন করিয়া নতুন মেশিনারীজ বসাইয়া অতি সত্বর উৎপাদন শুরু করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে এবং যে যে শ্রমিকের লে-অফ থাকাকালীন সময়ে যতটুকু পাওনা বাকী আছে তাহা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুরু হইলেই পর্যায়-ক্রমে পরিশোধ করিবে। শ্রমিকগন প্রতিষ্ঠানের দুরাবস্থার কথা চিন্তা না করিয়া দুষ্ট লোকের চক্রান্ত, অসহযোগিতা ও অন্যায় দাবী করিয়া আসিতেছে। শ্রমিকগণ সহযোগিতা করিলে অতি শীঘ্রই প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যাইতে পারিবে এবং বাকী পাওনা পরিশোধ করিতে পারিবে। প্রতিষ্ঠানটির বিক্রিত মালের টাকা বাকী থাকায় আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়া এবং মেশিনারীজ বিকল থাকায় লে-অফ করিতে বাধ্য হইয়াছে যাহা প্রতিপক্ষের ইচ্ছাকৃত কাজ নহে। আরও প্রকাশ থাকে যে প্রতিপক্ষগণ প্রার্থকগণকে ডাকিয়া সাধ্যমত কিছু কিছু করিয়া লে-অফ চলাকালীন পাওনা পরিশোধ করার চেষ্টা করিলে প্রার্থকগণ আসেনাই এবং টাকা গ্রহণ করে নাই। এবং কিছু কিছু শ্রমিক তাহাদের বাধ্যগত করিয়া প্রতিপক্ষের নিকট আসিতে দেয় না। তবে বেশ কয়েক জন শ্রমিক তাহাদের লে-অফের কিছু কিছু টাকা গ্রহণ করিয়াছে সহি করে নাই। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্নরূপে বন্ধ আছে। প্রতিপক্ষগণ ইতিমধ্যে ব্যাংক লোনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি চালু করার জন্য উদ্যোগ গ্রহন করিতেছে। প্রার্থকগণ শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারামতে কোন প্রতিকার পাইতে পারে না। মোকদ্দমাটি ডিসমিস যোগ্য।

৩নং প্রতিপক্ষ (ম্যানেজার, নুরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ) এক লিখিত বর্ননা দাখিল করিয়া মোকদ্দমায় প্রতিদন্দ্বিতা করিতেছেন। তাহার বক্তব্য এই যে অত্র আকারে ও প্রকারে প্রাথকগনের মোকদ্দমা অচল, প্রার্থিগনের অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিবার কোন কারন বা অধিকার নাই। মোকদ্দমা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ আইনে বারিত বটে। প্রার্থকগনের দাবী প্রতি ব্যক্তি শ্রমিকের ব্যক্তিগত মাহিনা ও লে-অফ পাওনা দাবীর মোকদ্দমা হওয়ায় প্রত্যেক শ্রমিক নির্দিষ্ট বেতন দাবী না করায় এবং সিবিএ দ্বারা মোকদ্দমা করায় অত্র মোকদ্দমা অচল বটে। তিনি প্রার্থকগণের আরজির কতিপয় উক্তি অস্বীকার করেন।

৩নং প্রতিপক্ষের মতে প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ একটি লিমিটেড ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার ৮ বৎসর পর প্রতিপক্ষগন অত্র প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন শুরু করেন। প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা "একজন ম্যানেজার ও ১৭জন এবং উক্ত ১৮জন কর্মচারী" দ্বারাই প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন চালু রাখা হয়। অত্র প্রতিপক্ষ বেতন ভাতাসহ মাসে ৩৮০০·০০ টাকা পাইতেন। তিনি ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত বেতন পাইয়াছেন। তিনি ১৯৯৩ সালের মে মাস হইতে ১৯৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ৩১৮০·০০ টাকা পাইতে হকদার বটে।

নির্ধারণী বিষয়

১। অত্র মোকদ্দমা অত্রাকারে চলিতে পারে কিনা?

২। প্রার্থকগনের অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করার অধিকার আছে কি না?

৩। প্রাথকগন নূরানী ফুড ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর সকল শ্রমিক/কর্মচারীর ১৯৯৩ এর এপ্রিল হইতে ১৪-৫-৯৩ এর বেতন এবং লে-অফ চলাকালীন সময়ের বেতন ভাতাদি প্রদানের আদেশ এবং লে-অফ নোটিশ রদ করিয়া প্রতিষ্ঠানটি চালু করার জন্য আদেশ পাইতে পারেন কি না?

সিদ্ধান্ত

১ ও ২ নং নির্ধারণী বিষয়

আলোচনার সুবিধার জন্য নির্ধারণী বিষয় দুইটি একত্রে লওয়া হইল। অত্র মোদ্দমায় কোন পক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করে নাই। পক্ষদ্বয়ের আইনজীবিদ্বয় যুক্তিতর্ক পেশ করিয়াছেন এবং কাগজপত্র দাখিল করিয়াছেন। এই দুইটি নির্ধারনী বিষয় নিষ্পত্তি করিতে গিয়া প্রসংগক্রমে (incidentally) মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিতেছি ইহা স্বীকৃত যে প্রতিপক্ষ তাহাদের ১৩-৫-৯৩ইং তারিখের নোটিশ (প্রদ-২) দ্বারা তাহাদের কারখানাটি ১৫-৫-৯৩ইং তারিখ হইতে ২৮-৬-৯৩ইং পর্যন্ত লে-অফ ঘোষণা করিয়াছেন। উক্ত নোটিশ (প্রদ-২) উল্লেখ করা হইয়াছে যে লে-অফ চলাকালিন সময়ে শ্রমিকদের প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির প্রয়োজন নাই এবং তাহারা প্রচলিত আইন মোতাবেক বেতন ভাতাদি পাইবেন। লে-অফ এর কারন স্বরূপ বলা হইয়াছে যে প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি অনেক পুরাতন এবং যে কোন সময় উহা ভাংগিয়া পড়িতে পারে। উহার তড়িৎ মেরামতের জন্য লে-অফ ঘোষণা করা হইল মর্মে নোটিশে উল্লেখ করা হইয়াছে।

দেখা যাইতেছে যে, উপরোক্ত লে-অফ নোটিশ প্রদানের পূর্বে ২৯-৪-৯৩ইং তারিখে প্রতিপক্ষ তাহাদের সূত্র নূরানী১/৩/৩৪১৯ দ্বারা সুপারিনটেনডেন্ট, শুল্ক, আবগারী ও মূসক, বগুড়াকে জানাইয়া ছিলেন "বাজারে উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা না থাকায় আগামী ২-৫-৯৩ইং তারিখ হইতে সাময়িকভাবে অত্র প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বন্ধ থাকিবে। "কিন্তু প্রতিপক্ষ পক্ষকালের মধ্যে অন্য একটি কারন যথা যন্ত্রপাতি মেরামতের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়া প্রতিষ্ঠানটির লে-অফ ঘোষণা করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ শ্রমিক ইউনিয়ন (রেজি নং ৪৩) এর সাধারণ সম্পাদক, চেয়ারম্যান, নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর বরাবর লিখিত ২২-৫-৯৩ইং তারিখের স্মারক দ্বারা লে-অফ প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন এবং উহার অনুলিপি উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং শ্রম পরিচালক-

সহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বরাবর প্রেরন করেন। দেখা যাইতেছে উপ-শ্রম পরিচালক তাহার ২৩-৫-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-৬) দ্বারা প্রতিপক্ষকে এবং নূরানী গ্রুপ অব ইণ্ডাষ্ট্রীজের শ্রমিক ইউনিয়নকে ২৬-৫-৯৩ইং তারিখে এক আনুষ্ঠানিক আলোচনা সভায় ডাকেন। দরখাস্তকারী গণের কেস এই যে প্রতিপক্ষ উক্ত আলোচনায় উপস্থিত হন নাই। ২নং প্রতিপক্ষও তাহার জবাবে দাবী করেন নাই যে তিনি উক্ত আলোচনা সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। ট্রেড ইউনিয়নের আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপ-প্রধান পরিদর্শক কলকারখানা ২৬-৫-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-৮) দ্বারা প্রতিপক্ষের নিকট হইতে লে অফের কারন ব্যাখ্যা দাবীকরেন। প্রতিপক্ষ উক্ত স্মারকের উত্তর দিয়াছেন মর্মে কোন কাগজ আদালতে দাখিল হয় নাই।

দরখাস্তকারীগণের অন্যতম দাবী হইল প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান লে-অফ করিবার পূর্বে এপ্রিল'৯৩ হইতে ১৪ই মে পর্যন্ত শ্রমিক কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদি দেন নাই এবং লে-অফ চলাকালিন সময়ের ক্ষতিপূরণও দিতেছেন না। প্রতিষ্ঠানটির শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক তাহার ২৬-৫-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-৭) দ্বারা প্রতিপক্ষ হইতে চুক্তি মোতাবেক বকেয়া বেতন, ঈদ বোনাস ইত্যাদি পাইবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য উপ-প্রধান পরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট আবেদন করেন। শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারন সম্পাদক তাহার ৮-৬-৯৩ ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-১০) দ্বারা শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ও লে-অফ সময়ের বেনিফিট পাইবার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপ-প্রধান পরিদর্শকে অনুরোধ করেন। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সহকারী পরিদর্শক তাহার ২৭-৫-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-৯) দ্বারা ২নং প্রতিপক্ষকে এপ্রিল '৯৩ হইতে ১৪-৫-৯৩ইং পর্যন্ত শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা ও ঈদ বোনাস প্রদানের নির্দেশ দেন। ইহা ছাড়া ১১-৬-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ-১১) দ্বারাও সহকারী প্রধান পরিদর্শক ২নং প্রতিপক্ষকে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন লে-অফ বেনেফিট প্রদানের নির্দেশ দেন। ইহাছাড়া উপ-শ্রম পরিচালক তাহার ২৬-৬-৯৩ইং তারিখের স্মারক (প্রদ ১২) দ্বারা ২নং প্রতিপক্ষকে শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতা ও লে-অফ সময়ের বেনেফিট দিতে নির্দেশ দিয়াছেন। দরখাস্ত-কারীগণের কেস এই যে প্রতিপক্ষ প্রতিষ্ঠান শ্রমিকদের এপ্রিল'৯৩ হইতে ১৪-৫-৯৩ইং পর্যন্ত বেতন দেন নাই এবং লে-অফ সময়ের বেনেফিটও দেন নাই।

২নং প্রতিপক্ষের কেস এই যে মিলটি চালু থাকাকালে শ্রমিক কর্মচারীদের পাওনাদি মাসে মাসে পরিশোধ করা হইয়াছে কিন্তু প্রার্থকদ্বয় যাহারা নিজেরাও শ্রমিক বটে সহি করে এবং অনেককেই সহি করিতে দেয় নাই। ২নং প্রতিপক্ষ জুলাই '৯২ হইতে বেতন রজিষ্টার (প্রদ-ক) দাখিল করিয়াছেন। হাতে মোট ১৭ জন শ্রমিক/কর্মচারীর নাম আছে। তাহারা বিভিন্ন মাসে সহি করিয়া বেতন ভাতাদি নিয়াছে। দেখা যাইতেছে এপ্রিল'৯৩ মাসের বিলও উক্ত বেতন রেজিষ্টারে তৈরী করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রমিক/কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র ৫ জন উহাতে সহি করিয়াছে। বাকীরা সহি করে নাই। মালিকপক্ষ শ্রমিক/কর্মচারীদের সহি না নিয়াই বেতন ভাতা প্রদান করিয়াছেন তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অধিকন্তু ২নং প্রতিপক্ষ মৌখিক সাক্ষ্য দিয়াও উক্ত মাসের বেতন প্রদান প্রমান করেন নাই। মে, ১৯৯৩ মাসের "Salary" এবং "Lay off Salary" বিল তৈরী করা হইয়াছে উক্ত বেতন রেজিষ্টারে কিন্তু উহাতে মাত্র তিনজন শ্রমিক সহি করিয়াছেন। বাকী শ্রমিক/কর্মচারী সহি করেন নাই। বাকী শ্রমিকরা যে মে মাসের ১৪ দিনের বেতন ও বাকী ১৭ দিনের লে-অফ বেনফিট নিয়াছে তাহা তাহাদের বিনা সহি স্বাক্ষরে গ্রহণযোগ্য বক্তব্য নহে। মে, ১৯৯৩ এর পরবর্তী মাসগুলিতে শ্রমিকরা যে লে-অফ বেনিফিট নিয়াছেন তাহারও কোন দালিলিক প্রমাণ নাই। তবে '২নং প্রতিপক্ষ জবাবেই বলিয়াছেন প্রতিপক্ষগণ প্রার্থকগণকে ডাকিয়া সমাধ্যমত কিছু কিছু করিয়া লে-অফ চলাকালিন পাওনা পরিশোধ করার চেষ্টা করিলে তাহারা আসে না এবং কিছু কিছু শ্রমিকদের প্রতিপক্ষের নিকট আসিতে দেয় না। কিন্তু শ্রমিক/কর্মচারীগণ লে-অফ সময়ের বেনিফিট দিতে চাহিলেও নিতে আসিবে না তাহাও সহেজ বিশ্বাসযোগ্য নহে। আর

একটি বিতর্কিত বিষয় হইল শ্রমিকদের সংখ্যা। প্রার্থকদ্বয়ের মতে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৬০ জন। ২নং প্রতিপক্ষের মতে শ্রমিকের সংখ্যা ১৭জন। যে বেতন রেজিষ্টারটি (প্রদ-ক) দাখিল করা হইয়াছে উহাতে ১৭ জন শ্রমিকের (ম্যানেজার বাদে) নাম আছে। তাহারা স্থায়ী শ্রমিক। ইহা ছাড়া অন্য কোনশ্রেণীর শ্রমিক আছে কিনা এবং তাহারও লে-অফ বেনফিট পাইতে পারে কিনা তাহা দেখানোর কোন রেজিষ্টার আদালতে দাখিল করা হয় নাই। অবশ্য প্রার্থকদ্বয় তাহাদের সহিকৃত শ্রমিক/কর্মচারীদের একটি তালিকা (পাওনার হিসাবসহ) দাখিল করিয়াছেন। উহাতে শ্রমিকের সংখ্যা দেখানো হইয়াছে ৬২ জন। এ ব্যাপারে এ পর্যায়ে কোন সিদ্ধান্ত দিতে চাহি না। অত্র ইস্যু আলোচনার জন্য তাহা অপরিহার্য্যও নহে। ২নং প্রতিপক্ষ তাহাদের প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের পাওনা স্বীকার করিয়াছেন এবং আংশিকভাবে হলেও। শ্রমিকরা দুর্ভোগ পোহাইতেছেন। কর্তৃপক্ষ মিলটি চালু করিবনে এবং পর্যায়ক্রমে শ্রমিক/কর্মচারীদের পাওনা পরিশোধ করিবেন বলিয়া জবাবে বলিয়াছেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করা হইয়াছে। দাখিলী কাগজপত্র থেকে দেখা যাইতেছে কর্তৃপক্ষ মিলটির লে-অফ বর্ধিত করিয়া চলিয়াছেন। ইহা অভিপ্রেত নহে। কর্তৃপক্ষের আরও সক্রিয় পদক্ষেপ নেওয়া উচিৎ যাহাতে মিলটি দ্রুত পুনরায় চালু করা হয়।

মোকদ্দমাটির রক্ষণীয়তা সম্পর্কে প্রতিপক্ষের আইনজীবী নিবেদন করেন যে অত্র মোকদ্দমা শিল্প বিরোধের মোকদ্দমা হিসাবে গণ্য হইতে পারে না কারন ইহা শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের বিধান মতে অর্থাৎ উক্ত অধ্যাদেশের ২৬-৩২ ধারায় বর্ণিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া আনয়ন করা হয় নাই। অধ্যাদেশের ৩২ ধারার বিধান মতে বিরোধে লিপ্ত উভয় পক্ষ (মালিক এবং সি, বি, এ) যৌথ আবেদন (joint application) দ্বারা একটি শিল্প বিরোধ আদালতে আনয়ন করিতে পারেন। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে তাহা করা হয় নাই। প্রতিপক্ষের আইনজীবীর যুক্তি গ্রহনযোগ্য। সুতরাং অত্র মোকদ্দমা শিল্প বিরোধ গণ্য করা যায় না। শিল্প বিরোধ হিসাবে অত্র মোকদ্দমায় কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। তথা প্রতিষ্ঠানের লে-অফ ঘোষণা সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়া যাবে না। দ্বিতীয়তঃ মোকদ্দমার দরখাস্তকারীদ্বয় হইতেছে প্রতিষ্ঠানের সি, বি, এ। তাহারা শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা এবং লে-অফকালীন সময়ের ক্ষতিপূরণের জন্য অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা অনুযায়ী প্রতিপক্ষের আইনজীবী উক্ত ধারার বিধানের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করেন যে প্রার্থকদ্বয় (সি, বি, এ এর প্রতিনিধি) শ্রমিকদের বকেয়া বেতন ভাতাদি ও লে-অফ কালীন সময়ের বেনিফিটের জন্য অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারেন না অর্থাৎ অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করবিার অধিকার তাহাদের নাই। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা বিধান নিম্নরূপ:

"5.34-Application to Labour Court:- Any collective bargaining agent or any employer or workman may apply to the Labour Court for the enforcemeent of any right guarant ed or secured to it or him by or under any law or any award or settlement."

২নং প্রতিপক্ষের আইনজীবী নিবেদন করেন যে বকেয়া ভাতা ও লে-অফের বেনিফিট না পাওয়ার কারনে শুধু শ্রমিক/কর্মচারীরা সংক্ষুব্ধ, সি, বি, এ, সংক্ষুব্ধ নহে কারন সি,বি,এ ভাতা ও ক্ষতিপূরণ পাবে না, সি, বি, এ, এর তহবিলে ভাতা ও ক্ষতিপূরনের টাকা জমা হইবে না। সুতরাং সি, বি, এ, এর অত্র মোকদ্দমা করার কারন বা অধিকার নাই। তিনি আরও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে শ্রমিকদের দাবীকৃত টাকা ওয়েজ (wage) তাহারা উহা পাওয়ার জন্য মজুরী পরিশোধ আইনে মোকদ্দমা করিতে পারেন। ইহা অনস্বীকার্য যে শ্রমিকরা কাজ করিলে মজুরী পাইবে এবং লে-অফ চলাকালীন সময়ের ক্ষতিপূরণ পাইবেন। তাহাদের এই অধিকার আইন দ্বারা নিশ্চিত (guaranteed by law) কিন্তু শ্রমিকদের পক্ষে সি, বি, এ উক্ত

টাকার জন্য মোকদ্দমা করিতে পারেন না। শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে সি,বি,এ মোকদ্দমা করিতে পারেন ইহার অনুকূলে আইন দ্বারা নিশ্চিত অধিকার আদায়ের জন্য (for enforcem of right guaranteed to it) প্রতিপক্ষ ৩০ ডি, এল, আর (সুপ্রীম কোর্ট) এর ২৫৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত নজীরের বরাত দেন। উক্ত নজীরে উল্লিখিত মোকদ্দমাটি স্থায়ী আদেশের ১৯(১) ধারায় জনৈক চাকুরীচ্যুত (guaranteed by law) শ্রমিক সম্পর্কিত। সি, বি, এ, উক্ত শ্রমিকের চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছিলেন। মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট উক্ত অনুশাসনের ৯ প্যারায় ধার্য্য করিয়াছেন "But it appears to us that if section 34 is read properly then a collective bargaining agent can apply under the said section for enforcement of right guaranteed or secured to "it" by any law or any award or settlement and similarly a workman may apply under the said provision for enforcement of such right guaranteed or secured "to him".

উক্ত অনুশাসনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা হইয়াছে, "under the mended provision of section 34 it is manifest that a collective bargaining agent or an employer or workmen may apply under the said provision to enforce its or his respective right. In that view of the matter we do not think that respondent No. 4 (CBA) has any right to apply under section 34 to enforce a right which may be guaranteed to workman under the standing Order Act but not to it."

মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট উক্ত অনুশাসনে সুনির্দিষ্টভাবে বলিয়া গিয়াছেন একজন শ্রমিকের নিশ্চিতকৃত অধিকার (guaranteed right) আদায় করার জন্য শ্রমিককেই মোকদ্দমা করিতে হইবে, শ্রমিকের পক্ষে সি, বি, এ, মোকদ্দমা করিতে পারে না। সি,বি,এ, মোকদ্দমা করিতে পারে শুধু ইহার নিজস্ব অধিকার আদায়ের জন্য। সি, বি, এ, বর্তমান মোকদ্দমা আনয়ন করিয়াছেন সকল শ্রমিক/কর্মচারীর পাওনা আদায়ের জন্য। কিন্তু সি, বি, এ,কে প্রতিষ্ঠানের সকল শ্রমিক/কর্মচারীর সমষ্টি (aggregate workers) বলা যায় না। সুতরাং শ্রমিক/কর্মচারীদের বকেয়া বেতন ভাতা ও লে-অফ বেনিফিটের জন্য সি, বি, এ, শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারায় মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারে না। প্রার্থক পক্ষের আইনজীবী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ২২ ধারায় (১২) (খ) উপ-ধারার বরাত দিয়া নিবেদন করেন যে, সি,বি,এ, সকল শ্রমিকদের পক্ষে অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করার অধিকার রাখে। ২২(১২) (গ) ধারায় বিধানে বলা হইয়াছে, "The collective bargaining agent in relation to an establishment or group of establishments shall be entitled to .....(b) represent all or any of the workmen in any proceedings."

দেখা যাইতেছে উপরোক্ত বিধান অনুসারে সি, বি, এ, কোন প্রসিডিংএ শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্ব করিতে পারে, অর্থাৎ আইনজীবীর মত কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু সি, বি, এ, নিজে বাদী হইয়া শ্রমিকদের নামে বা পরে মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারে না। প্রার্থকগণের আইনজীবী শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৪৯ ধারায় বিধানেরও বরাত দেন। কিন্তু উক্ত ধারায় বিধান মতেও সি, বি, এ, শ্রমিকদের পক্ষে নিজে বাদী হইয়া মোকদ্দমা আনয়ন করিতে পারে না। সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান পর্যালোচনায় দেখা যায় প্রার্থকগণের অত্র মোকদ্দমা আনয়ন করিবার কোন কারণ বা অধিকার নাই। তৎ কারণে অত্র মোকদ্দমা অচলও বটে। ইস্যুদ্বয় প্রার্থকগণের বিরুদ্ধে নিষ্পত্তি করা হইল।

৩নং নির্ধারণী বিষয়

উপরোক্ত আলোচনা মতে প্রার্থকগণ অত্র মোকদ্দমায় প্রার্থিত প্রতিকার পাইতে পারেন না। বিজ্ঞ সদস্যদ্বয়ের সহিত আলোচনা ও পরামর্শ করা হইয়াছে। অতএব,

আদেশ হইল যে

অত্র মোকদ্দমা দোতরফাসূত্রে বিনা খরচায় ডিসমিস হয়। প্রতিপক্ষের প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক কর্মচারীগণ তৎমর্মে উপদেশ প্রাপ্ত হইলে মজুরী পরিশোধ আইন বা অন্য কোন আইনে মোকদ্দমা করিতে পারেন।

অনুলিপিকারক:
জা, নেসা

২২-১২-৯৪

তুলনাকারক:]
পেশকার,
১৪-১-৯৫
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

স্বাঃ

মোঃ আব্দুর রশিদ
চেয়ারম্যান।
২২-১২-৯৪

প্রত্যায়িত অবিকল অনুলিপি।

স্বাক্ষর
মোঃ খোরশেদুল হক ভূঞা
১৪-১-৯৫
রেজিষ্ট্রার,
শ্রম আদালত, রাজশাহী।

আমার কথিত মতে লিখিত ও সংশোধিত হইয়াছে।

মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ আব্দুর রশীদ সরকার, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।